গল্পে গল্পে

হযরত আলী

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

গল্পে গল্পে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

মূল

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

দাওরায়ে হাদীস (মুমতাজ)
আল জামিয়াতুল আহ্‌লিয়া দারুল উলূম মঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
ফাযিল (অনার্স), আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, ঢাকা।

নূর উদ্দীন রাফীকী

অনার্স ফার্স্ট ইয়ার, আল কোরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

প্রকাশনায়

দারুস সালাম বাংলাদেশ
বুক্‌স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স, ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯
E-mail: darussalambangladesh@gmail.com

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতায়
মোসাম্মাৎ সকিনা খাতুন

প্রকাশক
মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার
দারুস সালাম বাংলাদেশ
মোবাইল : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯।

পরিচালক
ফাওযুল আযিম ফাওযান

পরিচালনায়
মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯২৬২৭৩০৩৫।

বিক্রয় প্রতিনিধি ঃ পাবনা
মুহাম্মদ মুনির হোসেন।
মোবাইল : ০১৭৩৪৬৪১৯১৭

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারী, ২০১৫

মুদ্রণে ঃ ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

হাদিয়া ঃ ১৪০.০০ টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

অনুবাদকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তা'আলার যিনি মুসলমানদের জন্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার আদর্শ হিসেবে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো এক মহান রাষ্ট্রনায়ককে উপমা হিসেবে রেখেছেন। আর দরূদ ও সালাম সেই মহামানবের ওপর যাঁর আদর্শ অনুসরণে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী শাসন পরিচালনা করে বিশ্বের বুকে ন্যায়-ইনসাফের ইতিহাস গড়ে গেছেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া আকর্ষণীয় ঘটনাগুলো থেকে একশত ঘটনা বিশিষ্ট আরবীয় লেখক মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী তাঁর مِائَةُ قِصَّةٍ وَقِصَّةٍ مِنْ حَيَاةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। বাংলা ভাষাভাষী কিশোর-কিশোরীর নিকট ইসলামের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো তুলে ধরতে আমরা এ বইটি বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা করি। অবশেষে মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা সম্পন্ন করি। সে একশত ঘটনার সাথে আমরা আরো কিছু আকর্ষণীয় ঘটনাও সন্নিবেশ করেছি।

প্রিয় বন্ধুরা! বর্তমান অপসংস্কৃতির কবল থেকে নিজেদের রক্ষা করে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুন্দর জীবন গঠন করতে প্রয়োজন আদর্শবান নক্ষত্রতুল্য লোকদের অনুসরণ, কিন্তু বড় আফসোস! মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করে আমরা বিজাতীয় লোকদের অনুসরণ করে গর্ববোধ করি, অথচ আমাদের অতীত ইতিহাস কত উজ্জ্বল। ইসলামে কত মহান মহান ব্যক্তি রয়েছেন তা আমাদের অনেক ছোট বন্ধুরা জানেই না। তাঁদের একজনের সাথে যদি বর্তমান বিশ্বে স্বীকৃত সকল মনীষীর তুলনা করা হয় তবুও তাঁদের একজনের সমতুল্য হবে না।

এ গ্রন্থে উম্মতে মুহাম্মাদীর অগ্রগামী সৈনিক, চতুর্থ খলিফা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া মহামূল্যবান ঘটনাবলি সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। যে ঘটনাগুলো কোনো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর ক্ষেত্রে পরশপাথরের ন্যায় কাজ করবে। হ্যাঁ ছোট্ট বন্ধুরা, তোমার জীবনের আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

অবশেষে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতো মহান ব্যক্তিকে অনুসরণ করে নিজেদের জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন.....আমীন।

দোয়া কামনায়

যোবায়ের হোসাইন রাফীকী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

১. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বুদ্ধিমত্তা ১২
২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রতিপালিত ১৩
৩. বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ১৪
৪. গিরিপথে নামায ১৫
৫. দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই ১৫
৬. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চুমু খেলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১৬
৭. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে এক রাতে ১৭
৮. দুই অশ্বারোহীর স্বভাব ১৮
৯. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পা মুছে দিচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৯
১০. আলী ব্যতীত কোনো যুবক নেই ২০
১১. গরিব ও দিনার ২৩
১২. অবাধ্যতার প্রতিদান ২৪
১৩. আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেহমানদারী ২৫
১৪. স্বর্ণ, রূপা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ২৬
১৫. তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে হারুন..... ২৭
১৬. কে অধিক সাহসী বীর? ২৮
১৭. যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত ২৯
১৮. একজন মহিলা ও সাহল বিন হুনাইফ ৩০
১৯. আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু ৩১
২০. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মোহরানা ৩২
২১. বিয়ের ওলিমা ৩৩
২২. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী ৩৩
২৩. আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক ৩৪
২৪. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম রাখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৩৪
২৫. হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দুধমাতা ৩৫
২৬. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অহংকারী ইহুদি ৩৬
২৭. এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে ৩৮
২৮. বিচারের সম্মুখীন আমীরুল মুমিনীন ৩৯
২৯. সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা..... ৪০

www.pathagar.com

৩০. রুটির মালিক ৪১
৩১. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও স্বর্ণের পাত্র ৪২
৩২. আওলীয়াদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ৪৩
৩৩. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও দুর্গের দরজা ৪৪
৩৪. ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন গোলাম চাইলেন ৪৫
৩৫. প্রতি নেকে দশগুণ ৪৬
৩৬. সাহসী বালক ৪৭
৩৭. তিন দিরহামের কাপড় ৪৮
৩৮. আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন ৪৯
৩৯. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া ৫০
৪০. আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান ৫১
৪১. তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয় ৫১
৪২. আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ঢুকাবো না ৫২
৪৩. যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল ৫৩
৪৪. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে ৫৩
৪৫. মৃতরা কথা বলছে ৫৪
৪৬. আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলী সবচেয়ে প্রিয় ৫৫
৪৭. আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক ৫৫
৪৮. যিনাকারিণী মহিলা ৫৬
৪৯. ফকীহের গুণ ৫৭
৫০. উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ৫৭
৫১. হিজরি সালের ইতিহাস ৫৮
৫২. এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় মেরেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৫৯
৫৩. তিনটি বিষয় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বতন্ত্রতা ৫৯
৫৪. ইয়ামানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রেরণ ৬০
৫৫. আহলে বাইতের প্রজ্ঞা ৬১
৫৬. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ ৬২
৫৭. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মর্যাদা ৬৩
৫৮. হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেয়ে ৬৪
৫৯. উম্মে কুলছুমের জন্যে প্রস্তাব দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ৬৫
৬০. আমি যার অভিভাবক আলী তাঁর অভিভাবক ৬৬
৬১. খুলাফায়ে রাশেদীন ৬৭

www.pathagar.com

৬২. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর জন্যে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরামর্শ ৬৭
৬৩. বিক্রেতা ও দাসী ৬৮
৬৪. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে ৬৯
৬৫. আলীকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না ৭০
৬৬. আইন শুধু আল্লাহর ৭০
৬৭. মাওয়ালী মহিলা ও আরবী মহিলা ৭১
৬৮. প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট ৭১
৬৯. চোর দাস ৭২
৭০. দৃষ্টিশক্তি হারানো লোক ৭২
৭১. অমসৃণ কাপড় ৭৩
৭২. খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন আপনি ৭৩
৭৩. শান্তি, যুদ্ধ নয় ৭৪
৭৪. মিথ্যার সাক্ষ্যদাতা ৭৪
৭৫. আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন ৭৫
৭৬. আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন ৭৬
৭৭. আমার চারটি কথা স্মরণ করে রাখ ৭৭
৭৮. আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খেলাফত ফিরিয়ে দিলেন ৭৭
৭৯. খবীস ইহুদি ৭৮
৮০. পশমের চাদর ৭৮
৮১. আপনি সত্য বলেছেন আমীরুল মুমিনীন ৭৯
৮২. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তরবারি বিক্রি করবেন ৭৯
৮৩. ওয়ালীদকে হত্যা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৮০
৮৪. সত্যকে অপছন্দকারী এক ব্যক্তি ৮১
৮৫. ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আবু সুফিয়ান ৮২
৮৬. আবু বকর খেলাফতের অধিক যোগ্য ৮৩
৮৭. এমন একটি আমল যা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত কেউ করতে.....৮৪
৮৮. ইহুদি ও বাগান ৮৫
৮৯. এক মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে অপবাদ দিল ৮৬
৯০. তোমার আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে....৮৭
৯১. আখেরাতের সফর অনেক দীর্ঘ ৮৭
৯২. সতর্ক অন্তর ৮৮
৯৩. আবু তুরাব উঠ ৮৮

www.pathagar.com

৯৪. আমাকে শান্তির মাঝে আসতে দাও ৮৯
৯৫. রাসায়নিক পরীক্ষায় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৯০
৯৬. জুতা সেলাইকারী ৯১
৯৭. খলিফার দৈনন্দিন খরচ ৯২
৯৮. গাভী ও গাধা ৯২
৯৯. আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতিবাদ ৯৩
১০০.আমার জন্যে যা হালাল তোমার জন্যেও তা হালাল ৯৩
১০১.খেজুর সংগ্রহ করছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৯৪
১০২.আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দান ৯৫
১০৩.কে সবচেয়ে উত্তম ৯৫
১০৪.আল্লাহ তোমাকে খুশি করুন ৯৬
১০৫.উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কন্যা ৯৭
১০৬.আল্লাহ তোমার কথাকে দৃঢ় করুন ৯৮
১০৭.আহলে বাইতের সন্তুষ্টি ৯৯
১০৮.মুনাফিকদের লক্ষণ ৯৯
১০৯.নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের গুণাগুণ ১০০
১১০.এটা সে কোথা থেকে পেল ১০১
১১১.দুই হতভাগা লোক ১০২
১১২.প্রজাদেরকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিতকরণ ১০৩
১১৩.মুসলমানদের বাজার ১০৩
১১৪.ধোঁকাপ্রাপ্ত কারীয বিন আস সাবাহ ১০৪
১১৫.ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ১০৫
১১৬.শোক ও দুঃখ ১০৫
১১৭.এক লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে ১০৬
১১৮.মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক ১০৭
১১৯.মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ ১০৯
১২০.হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত ১১০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

তিনি আমীরুল মুমিনীন, খোলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনের একজন। তাঁর পূর্ণ নাম আবু তুরাব আলী বিন আবু তালিব। তিনি কা'ব বিন গালিবের দৌহিত্র। বংশগতভাবে তিনি হাশিমী আর গোত্রীয়ভাবে কোরাইশী। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুইটি সুন্দর ফুল হাসান ও হুসাইনের বাবা। তিনি মহান বদরি সাহাবীদেরও একজন।

তাঁর পিতা মরুর নেতা, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও মক্কার বিশিষ্ট মান্যগণ্য একজন। যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এতীম অবস্থায় লালন-পালন করেছেন, তাঁকে আদর-সোহাগে বড় করেছেন এবং নবুওয়াত পাওয়ার পর সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তবে দুঃখজনক হলেও সত্যি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এত সহযোগিতা করার পরও তিনি ঈমান আনেননি এবং এ অবস্থায় মারা গেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুতে খুব কষ্ট পেয়েছেন।

তাঁর মা ফাতেমা বিনতে আসাদুল হাশিমিয়া, তিনি একজন তাকওয়াবান ও পবিত্র মহিলা ছিলেন। তিনি অগ্রগামী মুসলমানদের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতকারীদের সাথে হিজরত করেছেন। তাঁর দেখাশুনা করতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বার বার তাঁর কাছে যেতেন। তাঁর ঘরে তিনি বিশ্রাম নিতেন.....তাঁর মৃত্যুর পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জামা দ্বারা তাঁর কাফন দিয়েছেন এবং তাঁর জানাযার নামায আদায় করে চোখের অশ্রু দ্বারা তাঁকে বিদায় দিয়েছেন।

নবুওয়াতের নয় বছর পূর্বে তাঁকে তাঁর মা বায়তুল হারামে প্রসব করেন। তারপর তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বেড়ে ওঠেন। ছোটকালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন বিশ্বনবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এ কারণে তিনি উত্তম শিষ্টাচার ও উত্তম আচার-ব্যবহার অর্জন করে বেড়ে উঠেছেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাকে ও গুণাগুণ বৈশিষ্ট্যে বড় হয়েছেন। তাঁর হাতে তিনি দ্বীন শিখেছেন। তাঁর কাছে তিনি আসমানের অহী শিখেছেন। জন্মগতভাবে তিনি পবিত্র আত্মার অধিকারী ছিলেন। তাঁর ওপর আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট। আল্লাহ তাঁর আলোচনাকে সমুন্নত করেছেন। তিনি কখনো মূর্তির সামনে মাথা নত করেননি। কখনো

www.pathagar.com

শয়তানের পথ অনুসরণ করেননি। মূর্তির উদ্দেশ্যে পশু কুরবান করা, মূর্তির সন্তুষ্টির জন্য মান্নত করা, এরকম সব কাজ থেকে তিনি পবিত্র ছিলেন।

তিনি অনেক সুন্দর ছিলেন, তাঁর ব্যবহারও অনেক সুন্দর ছিল। তিনি লম্বাও ছিলেন না আবার খাটোও ছিলেন না। শারীরিকভাবে অনেক শক্তিশালী ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, ঘন দাড়িবিশিষ্ট সুন্দর চেহারার অধিকারী। তাঁর চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল। তিনি ছিলেন একটু মোটা, ভারি চোখ, ঘন চুল বিশিষ্ট। তিনি সাধারণ পোশাক পরতেন। শীতকালেও গরমকালের মতো হালকা পোশাক পরতেন। দেখে মনে হতো তিনি একজন গরিব। মেহমানকে সম্মান করতে তিনি খুবই পছন্দ করতেন।

তাঁর মর্যাদা অনেক, তাঁর জীবনচিত্র অনেক সুন্দর। তিনি মহান গুণে গুণান্বিত ছিলেন। অনেক কারামত তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি আধ্যাত্মিক এক ইমাম ছিলেন। আরব ভাষাবিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাষীদের মাথার মুকুট ছিলেন। তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানের শহরের দরজা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি অনেক বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। কখনো বাতিলকে প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁর কাছে কোনো ভিক্ষুক এসে খালি হাতে ফিরে যেতো না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের আঁধারে হিজরত করে আসার সময় তাঁকে মক্কায় রেখে এসেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকা মানুষের আমানতগুলো সবার কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন। তারপর তিনিও একদিন রাতের আঁধারে হিজরত করে মদিনায় চলে আসলেন। তিনি সাহসী বীর ছিলেন, অশ্বারোহী হিসেবে তিনি খ্যাত ছিলেন। তিনি এমন পুরুষ ছিলেন যে, যার সাথে মল্লযুদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করে ক্ষ্যান্ত করেছেন। বাতিলের জন্যে তিনি ছিলেন আতঙ্ক। খায়বারের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সেদিন তিনি ইহুদিদের প্রধানকে হত্যা করেছেন। তাঁর হাতে খায়বারের দুর্গ বিজয় হয়েছে। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। যুদ্ধে তাঁর অবস্থান ছিল দৃঢ় পাহাড়ের মতো।

তিনি একজন দুনিয়াবিরাগী ইমাম ছিলেন, মুমিনদের জন্যে একজন বিশেষ অভিভাবক ছিলেন। তিনি ছিলেন ঈসা (আ)-এর মতো। রাত গভীর হলে তিনি আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। রাত গভীর হলে বিছানা থেকে তাঁর পিঠ আলাদা হয়ে যেত। তিনি শুয়ে থাকতে পারতেন না। তিনি আল্লাহর দরবারে এত বেশি কান্নাকাটি করতেন মনে হতো কোনো ইয়াতীম বাচ্চা কাঁদছে। তিনি দরিদ্রের মতো জীবনযাপন করতেন। অল্প খাবারে তুষ্ট

www.pathagar.com

থাকতেন। তিনি ভালো কাজে অগ্রগামী ছিলেন। দ্বীনের জন্যে সব বিলিয়ে দিতে দ্বিধা করতেন না। গরিব মিসকীনকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাঁর জ্ঞান ছিল সাগরের মতো বিশাল। বুদ্ধিতে তিনি সেরাদের একজন ছিলেন। কখনো তিনি মিথ্যা কথা বলতেন না। কোনো কাজে কাউকে ধোঁকা দিতেন না। তাঁকে মুমিনরা খুবই ভালোবাসত। মুনাফিক ব্যতীত কেউই তাঁকে অপছন্দ করত না। তিনি সারাজীবন ইবাদতে কাটিয়েছেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করে কাটিয়েছেন, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নে নিজের জীবনের সময়গুলো ব্যয় করেছেন। ....এভাবে তাঁর জীবনের ষাটটি বছর কেটে গেল। অবশেষে তাঁকে ইবনে মুলজিম নামের এক ঘাতক চল্লিশ হিজরিতে হত্যা করে। অতঃপর তাঁর পবিত্র রূহ খুশি আর আনন্দের সাথে মহান রবের কাছে চলে গেছে।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বুদ্ধিমত্তা

হঠাৎ করে একদিন এক অশ্বারোহীর অশ্বের পদাঘাতে মরুর বালু উড়ছিল। সে বাতাসের বেগে মদিনার দিকে ছুটে আসছিল, আর চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, হে আল্লাহর রাসূল, কুরাইশরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে।

কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় অভিযানের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। তখন হাতিব বিন আবু বালতা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুরাইশদেরকে মক্কা আক্রমণের সংবাদ দিয়ে একটি চিঠি লিখলেন। তারপর সে চিঠি এক মহিলার দ্বারা মক্কাবাসীদের কাছে পাঠালেন। তিনি সে মহিলাকে কুরাইশদের কাছে চিঠিটি পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যে কিছু সম্পদের বিনিময়ে রাজি করালেন। মহিলাটি চিঠিটি তার মাথার চুলের ভেতরে লুকিয়ে নিল। এরপর সে দ্রুত মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা দিল।

মহিলাটি মক্কা পৌঁছার আগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জেনে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ পাওয়ার পর মহিলাটির কাছ থেকে চিঠি উদ্ধার করে নিয়ে আসতে আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে প্রেরণ করলেন। কোনো কোনো বর্ণনায় মিকদাদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরিবর্তে জুবাইর বিন আওয়াম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম এসেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন, তোমরা দুইজন অমুক জায়গায় এক মহিলাকে পাবে, যে মহিলা হাতিব বিন আবু বালতার লেখা চিঠি নিয়ে মক্কাবাসীর কাছে যাচ্ছে। যে চিঠিতে আমরা কুরাইশদের বিরুদ্ধে যা করছি সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে তাঁরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বলে দেওয়া জায়গায় গিয়ে মহিলাটিকে পেলেন।

তাঁরা মহিলাটিকে বলল, তোমার সাথে একটি চিঠি আছে।

মহিলাটি ভীত হয়ে বলল, না, ...আমার কাছে কোনো চিঠি নেই।

তখন তাঁরা দুইজন মহিলাটির সাথে থাকা আসবাবপত্র সবকিছু তল্লাশি করেও কোনোকিছু পেলেন না। এমনকি তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে চাইলেন, কিন্তু পরক্ষণে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর মিথ্যা অহী নাযিল হয় না, আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও

www.pathagar.com

আমাদের সাথে মিথ্যা বলেন না। আল্লাহর শপথ! হয় তুমি চিঠি বের করবে অথবা আমরা তোমাকে উলঙ্গ করব।

যখন মহিলা তাঁর দৃঢ়তা দেখল তখন সে বলল, আমার থেকে অন্যদিকে ফিরে দাঁড়াও। তখন তাঁরা অন্য দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। এরপর সে তার চুলের গোছা থেকে চিঠিটি বের করে দিল।

চিঠি বের করার সাথে সাথে খুশিতে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি চিঠিটি নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে এলেন।[১]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে প্রতিপালিত

আবু তালিবের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, হে আমার চাচা আব্বাস! নিশ্চয়ই আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবারটি বেশি সদস্যবিশিষ্ট। আর এখন খুব অভাব-অনটন চলছে। আসুন আমরা আবু তালিবের বাড়িতে গিয়ে দেখি তাঁর পরিবারের বোঝা কিছুটা হালকা করতে পারি কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ কারণে এ কথা বললেন যে, আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো ছিল। তিনি তাঁর চাচার সাথে পরামর্শ করে বললেন, আমি আবু তালিবের একটি সন্তান প্রতিপালন করব, আর আপনি একটি সন্তান প্রতিপালন করবেন। তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ঠিক আছে চল। অবশেষে চাচা-ভাতিজা দুইজনই আবু তালিবের কাছে এসে বললেন, আমরা দু'জন আপনার দু'টি ছেলের দায়িত্ব নিয়ে আপনার পরিবারের বোঝা একটু হালকা করতে চাচ্ছি, এতে আপনার মতামত কী?

এ কথা শুনে আবু তালিব বললেন, ঠিক আছে, তোমরা আকীলকে রেখে বাকিদের মধ্যে যাকে যাকে ইচ্ছা নিয়ে যাও। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিলেন আর আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে নিলেন। এরপর থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে বেড়ে উঠতে লাগলেন, আর জা'ফর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বেড়ে উঠতে লাগলেন।[২]

---

[১] তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ৪৮,৪৯ পৃ.।

[২] আস্ সিরাতুন নবুওয়াহ্ লি ইবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

www.pathagar.com

বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকতে লাগলেন। তিনি তাঁর কোলে বড় হতে লাগলেন। এ কারণে তিনি প্রতিটি কাজে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতেন ও তাঁকে অনুকরণ করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে থাকার কারণে তিনি জাহিলী যুগেও কোনো মূর্তির উদ্দেশ্যে সিজদা করেননি এবং অন্যান্য শিশুদের মতো অনর্থক দুষ্টামিও করেননি। তিনি তাঁর চাচাতো ভাই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে লক্ষ্য করে তাঁকে সবার সেরা মানুষ হিসেবে পেতেন। এ কারণে তিনি কখনোই তাঁর থেকে আলাদা হতেন না এবং তাঁর কর্মগুলো না করে থাকতেন না। এভাবেই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আচার-ব্যবহার চলাফেরা ও উত্তম চরিত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাঁকে মনে হতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি। এরই মধ্যে হেরা পর্বতে নূরের আলো জ্বলে উঠল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের বাণী লাভ করলেন। প্রথম কুরআন নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে দ্রুত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছুটে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম খাদিজাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। খাদিজা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র আট বছর। এরপর অন্যান্যরা ইসলাম গ্রহণ করছেন।

এ কারণে তিনিই বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।[৩]

---

[৩] খুলাফায়ে রাশিদীন লিল আতফাল।

www.pathagar.com

গিরিপথে নামায

বর্ণিত আছে, যখন নামাযের সময় হতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার এক গিরিপথে চলে যেতেন। তাঁর সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-ও যেতেন। তাঁরা সেখানে গোপনে নামায আদায় করতেন। যখন বিকেল হতো তখন ফিরে আসতেন। এভাবে তাঁদের দিন চলছিল। এরমধ্যে একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পিতা আবু তালিব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামায পড়তে দেখলেন। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, হে আমার ভাই পো, এটা কোন দ্বীন যেদিকে তুমি ডাক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চাচা, এটা আল্লাহর দ্বীন, তাঁর ফেরেশতাদের দ্বীন, তাঁর রাসূলগণের দ্বীন এবং আমাদের পিতা ইবরাহিম (আ)-এর দ্বীন। আল্লাহ আমাকে তাঁর বান্দাদের প্রতি রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর যাদেরকে আমি নসিহত করছি এবং যাদেরকে আমি হেদায়েতের দিকে আহ্বান করছি তাদের মধ্যে আপনি সবার অগ্রগামী হওয়ার মতো, আমার ডাকে সাড়া দেওয়া, আমাকে এ বিষয়ে সহযোগিতা করা, এসব ক্ষেত্রে আপনি সবার অগ্রে থাকার কথা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এমন কথার উত্তরে আবু তালিব বললেন, আমার ভাতিজা, আমি আমার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করতে পারব না।[৪]

দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই

অশ্রুসিক্ত নয়নে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে এলেন। তিনি তাঁর একেবারে কাছে এসে চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার সাহাবীদের একের সাথে অন্যের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক করে দিয়েছেন, কিন্তু আমার সাথে কাউকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করেননি।

এ কথা শুনে নবী করীম মৃদু হেসে তাঁকে তাঁর পাশে বসালেন। তারপর নিজের বাহুতে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, দুনিয়া ও আখেরাতে তুমি আমার ভাই।

এরপর তিনি জনসাধারণের সম্মুখে ঘোষণা করলেন, হে লোক সকল, আলী আমার ভাই,.....আলী আমার ভাই।[৫]

---

[৪] আস্ সিরাতুন নবুওয়াহ্ লি ইবনি হিশাম, ১ম খণ্ড, ২৪৬ পৃ.।

[৫] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৫০ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চুমু খেলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

এক লোক খুব ভয়ের সাথে দৌড়ে এসে আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন, আমাকে বাঁচান.....আমাকে বাঁচান।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবাকের সাথে বললেন, কার থেকে বাঁচাব?

সে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে ইশারা করে বলল, এ লোক থেকে, যে আপনার পাশে বসে আছে।

এ কথা শুনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে লক্ষ্য করে বললেন, হাসানের বাবা, তোমার বাদির সাথে গিয়ে বস।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বাদির সাথে গিয়ে বসলেন। তারপর তাদের মাঝে বিচার হলো। বিচারের পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশে গিয়ে বসলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর চেহারার দিকে লক্ষ্য করে তাঁর মাঝে রাগের ভাব দেখলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, হাসানের বাবা, আমি কেন তোমার চেহারার রং বদলে যেতে দেখছি, যা হয়েছে তা কী তুমি অপছন্দ করেছ?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তুমি কোনটি অপছন্দ করেছ?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি কেন আমাকে সম্মানের সাথে উপনামে ডেকেছেন, আপনি আমাকে এভাবে বলতে পারেননি যে, আলী, তুমি গিয়ে তোমার বাদির সাথে বস।

তাঁর কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর কাঁধে কাঁধ মিলালেন এবং চুমু খেলেন। তারপর বললেন, তোমাদের জন্যে আমার বাবা উৎসর্গিত হোক, তোমাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেদায়েত দিয়েছেন আর তোমাদের দ্বারাই আমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এনেছেন।[৬]

---

[৬] তারায়িফু ওয়ানাওয়াদিরু মিন উয়ুনিত তুরাছ, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃ.।

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর সাথে এক রাতে

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে আর ফাতেমাকে আমাদের বাড়িতে এসে রাতের বেলায় নামায আদায় করার জন্য উঠাতেন। তারপর তিনি বাড়ি চলে গিয়ে রাতের কিছু অংশ তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। এর মাঝে তিনি আবার এসে আমাদের জাগিয়ে যেতেন, কিন্তু আমরা উঠতাম না।

একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, উঠ! উঠে নামায আদায় কর। আলী বলেন, তখন আমি উঠে বসলাম এবং চোখ মলতে মলতে বললাম, আল্লাহর শপথ! আমাদের তাকদিরে যা লিখা হয়েছে, আমরা তো তার চেয়ে বেশি নামায আদায় করতে পারব না। কারণ আমাদের নফস আল্লাহর হাতেই। অতএব তিনি আমাদের যখন উঠাবেন তখনই তো আমরা উঠব।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার এ কথাগুলো শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে যেতে লাগলেন। আর যাওয়ার সময় তিনি নিজ পা মোবারকে হাত থাপড়াতে থাপড়াতে আফসোস করে বলতে লাগলেন, আমাদের তাকদিরে যা লিখা হয়েছে, আমরা তো তার চেয়ে বেশি নামায আদায় করতে পারব না। এ কারণে তো আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, মানুষ অধিক যুক্তিপ্রিয়।[৭]

---

[৭] আলী বিন আবু তালিব লিস সালাবী, ৮৩।

www.pathagar.com

দুই অশ্বারোহীর স্বভাব

উহুদের যুদ্ধের অগ্নি শিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। মুশরিকরা তাদের তরবারি নিয়ে মুসলমানদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল। মৃত্যু প্রতিটি যোদ্ধাদের মাথার উপরে ঘুরছিল।

মুসলমানদের পতাকা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর হাতে পত্‌পত্‌ করে উড়ছিল। আর মুশরিকদের পতাকা আবু সা'দের হাতে উড়ছিল। সে তার ঘোড়াকে সামনের দিকে হাঁকিয়ে ময়দানের মাঝখানে এসে চিৎকার দিয়ে বলল, তোমাদের মাঝে কোনো মল্লযোদ্ধা আছে?

তখন মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আসল না। এতে সে আরো বেশি অহংকার ও গর্বের সাথে বলতে লাগল, তোমরা কী ধারণা কর না তোমাদের নিহতরা জান্নাতে যাবে আর আমাদের নিহতরা জাহান্নামে যাবে। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে আমার তরবারি দ্বারা জান্নাতে যাবে অথবা তার তরবারি দ্বারা আমাকে জাহান্নামে পাঠাবে?

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবু সা'দের গর্জনের আওয়াজকে শেষ হতে দিলেন না, সাথে সাথেই তিনি বাতাসের মতো দ্রুত তার সামনে হাজির হলেন। তিনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার থেকে আলাদা হবো না যতক্ষণ না তোমার তরবারির আঘাতে আমি জান্নাতে যাই অথবা আমার তরবারির আঘাতে তুমি জাহান্নামে যাও।

এরপর তার মাঝে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মাঝে লড়াই শুরু হলো। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে এমন এক আঘাত করলেন যে, তার পা কেটে মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে যাওয়ায় পর তার শরীরের কাপড় খুলে গেল।

সে কাতর সুরে বলতে লাগল, ভাতিজা, আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিচ্ছি.....।

তার এমন অনুরোধে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে ছেড়ে দিলেন এবং নিজের চোখ অবনত করলেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকবীর ধ্বনি দিলেন।

পরে তাকে তাঁর সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করল, তুমি কেন তাকে হত্যা করলে না?

তিনি উত্তর দিলেন, আমার সম্মুখে তার সতর (শরীরের আবশ্যকীয় ঢেকে রাখা অঙ্গ) প্রকাশিত হয়ে গেছে, আর সে আমাকে আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বাঁচতে চেয়েছে।[৮]

---

[৮] সিরাতু ইবনি হিশাম, ৩য় খণ্ড, ৭৭,৭৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পা মুছে দিচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রাত গভীর হতে লাগল, রাতের অন্ধকারে মক্কা নগরী ঢাকা পড়ে গেল। কুরাইশী যুবক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গচ্ছিত থাকা আমানতের সম্পদ মালিকদের কাছে পৌঁছে দিতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় চলে যাওয়ার পর তিনদিন মক্কায় অবস্থান করলেন। তিনদিন পর তিনি রাতের আঁধারে হিজরত করার জন্যে তাঁর লাঠিটি পুরাতন ধনুক নিয়ে রওনা দিলেন।

এরপর এ যুবক মক্কা থেকে মদিনার দিকে তাঁর যাত্রা শুরু করলেন। তিনি নির্বিঘ্নে নির্ভয়ে সামনের দিকে ছুটে যেতে লাগলেন। তিনি রাতে ভ্রমণ করতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। দীর্ঘ সফরের কারণে তাঁর পা ফেটে ফুলে উঠল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা জানতে পেরে বললেন, আলীকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে আস।

কেউ একজন তাঁকে বলল, সে তো আসতে সক্ষম না, দীর্ঘ সফর করার কারণে তাঁর পা ফুলে গেছে। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁর কাছে এলেন। তিনি এসে তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তাঁর এ করুণ অবস্থা দেখে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব কান্না করলেন। তিনি খুব মায়ার সাথে তাঁর দিকে ঝুঁকে তাঁর পবিত্র হাত দ্বারা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পা মুছে দিতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের বরকতে তাঁর পা সুস্থ হয়ে গেল। এমনকি এর পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর পায়ে কোনো ধরনের অসুখ হয়নি।[৯]

---

[৯] আল কামিলু লি ইবনিল আছীর, ২য় খণ্ড, ৩-৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী ব্যতীত কোনো যুবক নেই

তরবারি ঝনঝন আওয়াজে, তীর বর্শার সাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বের উপর আরোহণ করে সৈন্যদের সম্মুখে গিয়ে মুসলমানদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে আমর বিন আব্দে ওয়াদ বলল, তোমাদের মধ্যে কোনো মল্লযোদ্ধা আছে?

তার আওয়াজে সাহাবায়ে কেরামদের কেউ সাড়া দিলেন না। তাদের মাঝে নীরবতা বিরাজ করছিল। তাদের মধ্যে কে আছে, যে আমরের মতো বীরের সাথে মল্লযুদ্ধ করতে যাবে। যার সামনে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যুকে টেনে আনা। কেননা সে তার সাথে লড়াই করা কোনো যোদ্ধা হত্যা করা ব্যতীত ছাড়েনি।

তাদের মাঝে কবরস্থানের নীরবতার মতো নীরবতা বিরাজ করছিল। হঠাৎ এ নীরবতা ভেঙে এক যুবক দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এর মোকাবিলা করব। তাঁর মাঝে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালোবাসার আলো জ্বলে উঠল। তিনি আমরের ডাকে ছুটে যেতে লাগলেন।

কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তুমি বস, সে কিন্তু আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়।)

এরপর আমর আবার চিৎকার দিয়ে বলল, আমার মোকাবিলা করার মতো কী কোনো লোক নেই? তোমাদের সেই জান্নাত কোথায় যা তোমরা ধারণা কর যে, তোমাদের কেউ নিহত হলে সে জান্নাতে যাবে। তোমাদের কেউ কি আমার মোকাবিলায় আসবে না। তোমরা কী জান্নাত চাও না!

তখন আবার আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এর মোকাবিলা আমি করব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবার ধমক দিয়ে বললেন, তুমি বস, সে তো আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামতো আলী বসে গেলেন, কিন্তু ওই দিকে আমর বসে নেই। সে আরো বেশি অহংকারের সাথে হাঁক-ডাক দিতে লাগল।

وَلَقَدْ بُحِحْتُ مِنَ النِّدَاءِ لِجَمْعِهِمْ هَلْ مِنْ مُبَارِزْ

وَقَفْتُ إِذْ جَبُنَ الْمُشَجَّعُ مَوْقَفَ الْقِرْنِ الْمُنَاجِزْ

وَلِذَاكَ إِنِّيْ لَمْ أَزَلْ مُتَسَرِّعًا قَبْلَ الْهَزَاهِزْ

www.pathagar.com

إِنَّ الشُّجَاعَةَ فِي الْفَتَى وَالْجُودَ مِنَ الْغَرَائِزْ

আমি তাদের সাড়া পাইনি
যখন বলেছি কোনো যোদ্ধা আছ কী?
আমি সেখানে অবস্থান করেছি
যেখানে বীর দুর্বল হয়ে যায়।
আমি তো মৃত্যুর পূর্বে গলার
গড়গড় শব্দ হওয়ার আগে যাব না।
বীরত্ব তো যুবকদের মাঝে
দানশীলতা তো স্বভাবগতই।

তার এমন কবিতা কান ছেদ করে অন্তরে আঘাত করছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মনে হচ্ছিল এ ছন্দগুলো তাঁর অন্তরে তীরের মতো আঘাত করছিল। তিনি বসে থাকতে পারছিলেন না। তাঁর ধৈর্যের বাঁধ মানছিল না। তিনি আবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এর মোকাবিলা আমি করব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বস, সে তো আমর। (অর্থাৎ সে তো সাধারণ যোদ্ধা নয়)।

তখন তিনি আল্লাহর ওপর পূর্ণ ঈমান রেখে বললেন, হোক না সে আমর। এ কথা বলে তিনি দৃঢ়তার সাথে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন আর আবৃত্তি করতে লাগলেন,

لَا تَعْجَلَنَّ فَقَدْ أَتَاكَ مُجِيبُ صَوْتِكَ غَيْرُ عَاجِزِ
فِي نِيَّةٍ وَبَصِيرَةٍ وَالصِّدْقُ مُنْجِي كُلُّ فَائِزِ
مِنْ ضَرْبَةٍ نَجْلَاءٍ يَبْقَى ذِكْرَهَا عِنْدَ الْهَزَاهِزِ

তুমি তাড়াহুড়া করো না
তোমার ডাকে সাড়াদানকারী আসছে
নিয়ত ও সূক্ষ্মদৃষ্টির সাথে
সত্যই সব মুক্তিকামীকে রক্ষা করে।
এক আঘাতে যার স্মরণ মৃত্যুর পূর্বে
গলার গড়গড় শব্দ চলার সময়েও থাকবে।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বীরের মতো আমরের দিকে ছুটে গেলেন। তিনি যখন তার কাছে পৌঁছলেন তখন সে অবাক চোখে তাকিয়ে বলল, হে যুবক, তুমি কে?

তিনি বললেন, আবু তালিবের ছেলে আলী।

সে বলল, ভাতিজা, তোমার থেকে বড় কেউ নেই, কেননা আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে অপছন্দ করছি।

তিনি বললেন, তুমি না আল্লাহকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, যদি কুরাইশদের কোনো লোক তোমাকে বন্ধুত্বের দিকে আহ্বান করে তবে তুমি তা গ্রহণ করবে।

সে বলল, হ্যাঁ।

তিনি বললেন, তাহলে শুন, আমি তোমাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ইসলামের দিকে আহ্বান করছি।

তখন সে হেসে বলল, এসব আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাকে লড়াই করতে আহ্বান করছি।

সে বলল, কেন ভাতিজা? লাতের শপথ! আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে পছন্দ করি না।

তিনি বললেন, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তোমার রক্ত প্রবাহিত করতে পছন্দ করি।

তাঁর এমন কথাতে আমরের খুবই রাগ হলো। সে তার তরবারি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর উপর হাঁকাতে লাগল। উভয়ের মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ঢাল নিয়ে আমরের সামনের দিকে এগিয়ে আসেন। আমর এমন এক আঘাত করল যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঢাল চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

অন্যদিকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ঘাড়ের শাহ রগে আঘাত করলেন। এতে আমর পড়ে গেল। তার রক্তে মাটি লাল হয়ে গেল।

এ কাফের নিহত হওয়ার পর মুসলমানদের মাঝে তাকবীর ধ্বনি শুরু হয়ে গেল। তারা বলতে লাগল, আল্লাহু আকবার..... আল্লাহু আকবার..... আলী ব্যতীত কোনো যুবক নেই।

তিনি ফিরে আসলে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কী তার ঢাল নিয়ে আসতে পারনি। কেননা আরবে তার থেকে উত্তম ঢাল কেউ ব্যবহার করত না।

তিনি বললেন, চাচাতো ভাই, আমার চাচাতো ভাইদেরকে লজ্জা করার কারণে আমি তার ঢাল নিয়ে আসতে পারিনি।[১০]

---

[১০] সিরাতু ইবনি হিশাম, ৩য় খণ্ড, ২৩৭ পৃ.।

www.pathagar.com

গরিব ও দিনার

একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দরবারে উঁচু কপাল, কোটরাগত চোখবিশিষ্ট জীর্ণশীর্ণ এক ব্যক্তি ঢুকে পড়ল। তার চেহারায় দারিদ্র্যতার চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। হাজার তালিযুক্ত তৈরি কাপড়ে তার শরীর ঢাকা ছিল। সে ধীরে ধীরে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে বসল। তার দুই ঠোঁট কথা বলার জন্যে নাড়ানোর পূর্বে তাঁর চেহারায় লজ্জা ফুটে উঠে।

সে এত ক্ষীণকণ্ঠে কথা বলতে শুরু করল মনে হচ্ছিল সে নিঃশ্বাস নিতে পারছিল না। সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে আমার একটা প্রয়োজন আছে। আপনার কাছে পেশ করার আগে আমি তা আল্লাহর কাছে পেশ করেছি। যদি আপনি আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন তাহলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করব আর আপনার কৃতজ্ঞ হবো। আর যদি আপনি প্রয়োজন পূর্ণ না করেন তাহলেও আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এবং আপনার ওযর মেনে নিব।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি মাটির উপর লিখ, কেননা আমি তোমার চেহারায় লাজুকতা দেখতে অপছন্দ করছি।

তখন লোকটি লিখল, আমি অভাবী।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কাছে জামা নিয়ে আস, তাঁর আদেশমতো জামা নিয়ে আসা হলো। তখন লোকটি জামাটি নিয়ে তা পরিধান করল। তারপর সে গাইতে শুরু করল,

كَسَوْتَنِيْ حُلَّةً تُبْلِى مَحَاسِنُهَا ... فَسَوْفَ أَكْسُوْكَ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ حُلَلَا

إِنْ نِلْتِ حُسْنِ ثَنَائِيْ نِلْتَ مَكْرَمَةً ... وَلَسْتُ تَبْغِيْ بِمَا قَدْ قُلْتُهُ بَدَلَا

إِنَّ الثَّنَاءَ لَيَحْيِى ذِكْرَ صَاحِبِهِ ... كَالْغَيْثِ يَحْيِى نَدَاهُ السَّهْلِ وَالْجُبَلَا

لَا تَزْهَدِ الدَّهْرَ فِيْ خَيْرٍ تُوَفَّقُهُ ... فَكُلُّ عَبْدٍ سَيُجْزَى بِالَّذِيْ عَمِلَا

আপনি আমাকে জামা পরিধান করিয়াছেন
যার সৌন্দর্য প্রকাশিত হচ্ছে।
অচিরেই আমি আপনাকে প্রশংসার

www.pathagar.com

পোশাক পরিয়ে দেব।
যদি আপনি আমার প্রশংসা পান
আপনি সম্মান পেলেন।
কেননা প্রশংসা প্রশংসাকৃত ব্যক্তির
আলোচনা বাড়িয়ে দেয়।
যেমনিভাবে বৃষ্টি পাহাড় পর্বত
ও সমতল জমিনকে জীবিত করে।
আপনাকে করার তওফীক দেওয়া হয়েছে
এমন কোনো কল্যাণকে তুচ্ছ মনে করবেন না।
কেননা প্রতিটি বান্দা
তার কৃতকর্মের পুরস্কার পাবে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমার কাছে দিনার নিয়ে আস।
তখন দুইশত দিনার নিয়ে আসা হলো। তিনি তা ওই লোককে দিলেন।
তখন আসবাগ বলল, আমীরুল মুমিনীন, একটি দামি জামার সাথে আরো দুই শত দিনার!
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক মানুষকে তার মর্যাদায় রাখ।' আর আমার কাছে এটিই হচ্ছে এ লোকটির মর্যাদা।[১১]

অবাধ্যতার প্রতিদান

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, অপরাধের প্রতিদান হচ্ছে- ইবাদতের ক্ষেত্রে দুর্বলতা আসবে, জীবনে চলার ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা আসবে। স্ত্রীর কাছে মনোবাসনা পূরণের জন্য গেলে তৃপ্ত না হওয়া।
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আরো বলেন, কারো আত্মীয় না হয়ে তার থেকে যে ব্যক্তি সম্মানের আশা করে, আধিক্যতা ব্যতীত যে ব্যক্তি আভিজাত্য চায়, সম্পদ ব্যতীত যে ব্যক্তি ধনী হতে চায় সে যেন পাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং আনুগত্যশীল হয়।[১২]

---

[১১] আল কান্‌য, ২য় খণ্ড, ২৩০ পৃ.।
[১২] তারিখুল ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২০৩ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেহমানদারী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের কথা জানতে পেরে আবু যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সত্যের সন্ধানে মক্কায় এসে পৌঁছলেন, কিন্তু তিনি মনে মনে মক্কাবাসীদেরকে ভয় করতে লাগলেন। কেননা তিনি জানতে পেরেছেন কোরাইশরা মুসলমানদের ওপর ক্ষুব্ধ। মক্কায় কেউ যদি ইসলামের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করত তাকে তারা কঠিন শাস্তি দিত।

আর এ কারণে তিনি কাউকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভয় করেছেন। কেননা তিনি তো জানেন না, কে তাঁর অনুসারী আর কে তাঁর বিরোধী।

যখন রাত ঘনিয়ে আসল তিনি মসজিদে শুয়েছিলেন, তাঁর পাশ দিয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যেতেছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে দেখতে পেয়ে বুঝতে পারলেন তিনি অন্য দেশের লোক।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এই যে ভাই, আপনি আমাদের ঘরে চলুন।

তিনি তাঁর সাথে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। যখন সকাল হলো তিনি তাঁর পানি ও খাদ্য নিয়ে মসজিদে চলে গেলেন, কিন্তু তারা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি।

তারপর তিনি পরের দিনও মক্কায় এভাবে কাটালেন, কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কিছু জানতে পারেননি।

সন্ধ্যা হয়ে গেলে তিনি মসজিদেই থাকার প্রস্তুতি নেন। আগের দিনের মতো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, লোকটির কি তার থাকার জায়গা চিনার সময় হয়নি।

একথা শুনে তিনি হযরত আলীর সাথে তাঁর বাড়িতে গেলেন এবং তাঁর ঘরে রাত কাটালেন। সেদিনও তাঁরা একে অপরকে কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। তৃতীয় দিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন- আপনি কেন মক্কায় এসেছেন তা কি আমাকে বলবেন না?

তিনি বললেন, আপনি যদি আমাকে ওয়াদা দেন আমি যা খুঁজতে এসেছি তা দেখিয়ে দিবেন তাহলে বলব।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে ওয়াদা দিলেন।

www.pathagar.com

তিনি বললেন, আমি মক্কা নগরীতে অনেক দূর থেকে এসেছি নতুন নবীর সাথে দেখা করার জন্যে এবং তাঁর কাছ থেকে কিছু কথা শুনার জন্যে।
তাঁর এ কথা শুনে হযরত আলীর মন আনন্দে নেচে উঠে।
হযরত আলী বললেন, নিশ্চয়ই তিনি সত্য নবী, নিশ্চয়ই ..... নিশ্চয়ই।
সকালে আপনি আমার সাথে তাঁর কাছে যাবেন। যখন আমি ক্ষতিকর কিছু দেখব আমি দাঁড়িয়ে যাব এবং পেশাব করার অভিনয় করব আর যখন আমি হাঁটতে থাকব আপনি আমার অনুসরণ করে হাঁটবেন।
হযরত আবু যর গিফারীর যেন রাতটি কাটছিল না। তাঁর কাছে অন্যান্য রাত থেকে এ রাতটি অনেক লম্বা মনে হচ্ছিল। তিনি সারা রাত অপেক্ষা করছিলেন কখন সকাল হবে আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হবে এবং তাঁর কাছে আসা অহী থেকে কিছু শুনবেন।
রাতের অন্ধকার দূর হয়ে যখন সকাল হলো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরের দিকে রওয়ানা দিলেন। হযরত আবু যর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্য কোনো দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁকে অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।[১৩]

স্বর্ণ, রূপা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ইবনে তিয়াহ দ্রুত পা বাড়িয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসতে লাগল। যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নত মোতাবেক তাঁর সঙ্গীদের মাঝে বসে আছেন।
সে তাঁর কাছে এসে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, বায়তুল মাল স্বর্ণ আর রূপাতে ভরে গেছে।
আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এ কথা শুনার পর মজলিস থেকে উঠে বায়তুল মালে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি স্বর্ণ রূপা হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, হে হলুদ (স্বর্ণ)....হে সাদা (রূপা)....আমাকে ভিন্ন অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। (অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দিও না।)[১৪]

---

[১৩] সুওয়ারুম মিন হায়াতিস সাহাবা, আবু যর গিফারী (রা)।
[১৪] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ এলাল ইসতিহাদ ৫৯ পৃ.।

www.pathagar.com

তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে হারুন মূসার পক্ষ থেকে যে অবস্থানে ছিল

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে তাঁর পরিবার-পরিজনকে দেখা-শুনা করার জন্যে মদিনায় রেখে যাচ্ছিলেন।

ওইদিকে মুনাফিকরা তাঁর ব্যাপারে এই বলে গুজব তুলতে লাগল যে, মুহাম্মদ আলীকে বোঝা মনে করে রেখে যাচ্ছে এবং বোঝা কমানোর জন্যেই তাকে রেখে যাচ্ছে।

মুনাফিকদের এমন কথা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কানে এসে পৌঁছল। তাই তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মদিনার কাছে জুরফে অবস্থান করছিলেন।

তিনি এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অশ্রুঝরা চোখে বললেন, হে আল্লাহর নবী, মুনাফিকরা ধারণা করছে আপনি আমাকে বোঝা মনে করে রেখে যাচ্ছেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে....বরং আমি যাদেরকে রেখে এসেছি তাদের দেখাশুনা করার জন্যে তোমাকে স্থলাভিষিক্ত করে আসছি। সুতরাং তুমি ফিরে গিয়ে তোমার ও আমার পরিবারের দেখাশুনা কর।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে তাঁকে আরো উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন, আলী, তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, হারুন মূসার পক্ষ থেকে যে অবস্থানে ছিল তুমি আমার পক্ষ থেকে সে অবস্থানে থাকবে। তবে ব্যবধান হচ্ছে আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মন প্রশান্তি লাভ করল। তাঁর অন্তর থেকে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। তিনি খুশি হয়ে হেসে দিলেন। তারপর তিনি মদিনায় ফিরে আসলেন।[১৫]

---

[১৫] তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১০৪ পৃ.।

www.pathagar.com

কে অধিক সাহসী বীর?

কুফা নগরীতে মসজিদের মিম্বরের পাশে বসে আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের অগ্রগামী সৈনিকদের জীবনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল, তোমরা আমাকে বল কে অধিক সাহসী বীর ছিলেন?

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি।

তিনি বললেন, জেনে রাখ, আমি যতবার মল্লযুদ্ধ করেছি ততবার তার থেকেও আঘাত পেয়েছি। তোমরা আমাকে বল কে অধিক সাহসী বীর ছিলেন।

তারা বলল, আমীরুল মুমিনীন, তাহলে কে ছিলেন আমরা জানি না।

তিনি বললেন, যখন আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে তাঁবু তৈরি করলাম। তখন আমরা বললাম, কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে থাকবে যাতে করে কোনো মুশরিক তাঁর ওপর হামলা করতে না পারে।

আল্লাহর শপথ! আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত সে দিন কেউই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহরক্ষী হতে সাহস করেননি। এরপর যখনই কোনো মুশরিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে আসতেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ওপর তীব্রগতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং তাকে তরবারি দিয়ে সোজা করে দিতেন।.....তিনি ছিলেন অধিক সাহসী বীর।[১৬]

---

[১৬] মাজমাউয দাওয়ায়েদ, ৯ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

www.pathagar.com

যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত

অশ্রুসিক্ত নয়নে, ছেঁড়া কাপড়ে, কপালে মুখে রক্তাক্ত অবস্থায় এক যুবতী আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে বসে আছে, আর তার পিছনে শক্তিশালী ও লম্বা এক লোক বসেছিল। সে ওই যুবতীকে বলছিল, ওই যিনাকারীণি।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কী ব্যাপার?

লোকটি বলল, আমীরুল মুমিনীন, একে রজম করুন। আমি একে বিয়ে করছি, আর সে আমাকে ছয় মাস পরেই একটি বাচ্চা দিয়েছে। (রজম হচ্ছে বিবাহিত ব্যভিচারকারী ও কারিণীকে পাথর মেরে হত্যা করা।)

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন।

সে সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশেই বসাছিলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, ...এ মহিলাটি যিনা থেকে পবিত্র।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কীভাবে?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا۔

আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টসহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্টসহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভধারণে ও তার দুগ্ধদানে ত্রিশ মাস লেগেছে। (সূরা আহক্বাফ, ১৫)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔

আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি, তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুগ্ধপান বন্ধ করানোতে দুই বছর (লেগেছে)। (সূরা লুকমান : ১৪)

www.pathagar.com

যদি আপনি দুধ পান করার সময় অর্থাৎ চব্বিশ মাস বাদ দেন তাহলে ত্রিশ মাস থেকে আর ছয় মাস থাকে। সুতরাং এতে বুঝা যায় ছয় মাসেও মহিলাটি বাচ্চা দিতে পারে।

এ সমাধান শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি বলতে লাগলেন, যদি আলী না থাকত তাহলে ওমর ধ্বংস হয়ে যেত।[১৭]

একজন মহিলা ও সাহল বিন হুনাইফ

মদিনায় গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে মিলিত হওয়ার জন্য রাতের আঁধারে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা থেকে মদিনা রওনা দিলেন।

তিনি যখন কুবায় গেলেন তখন সেখানে দুই দিন অবস্থান করে বিশ্রাম নিলেন। তিনি সেখানে থাকাকালে দেখলেন এক মুসলমান মহিলার ঘরে রাতের আঁধারে এক লোক এসে দরজায় করাঘাত করে। তখন ওই মহিলা দরজা খুলে বের হয়ে আসে। এরপর লোকটি তার হাতে কী যেন দিয়ে আবার ফিরে যায়। দুই রাত এ দৃশ্য দেখে তিনি মহিলাটিকে সন্দেহ করলেন।

তিনি তাকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দি, এ লোকটিকে যে প্রতিদিন তোমার ঘরের দরজায় করাঘাত করে। আর তুমি ঘর থেকে বের হয়ে তার কাছে আসলে সে যেন তোমার হাতে কী দিয়ে চলে যায়। তুমি হচ্ছ একজন মুসলিম মহিলা, আর তোমার কোনো স্বামীও নেই।

তিনি বললেন, এ হচ্ছে সাহল বিন হুনাইফ, সে জানে আমার কোনো স্বামী নেই। যখন সন্ধ্যা হয় তখন সে তার গোত্রের মূর্তিগুলোকে ভাঙে। তারপর তা আমার কাছে নিয়ে আসে যেন আমি সেগুলো জ্বালিয়ে ফেলি।[১৮]

---

[১৭] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব, ৬২ পৃ.।

[১৮] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৩৮, ১৩৯ পৃ.।

www.pathagar.com

আমীরুল মুমিনীনের অশ্রু

আমীরুল মুমিনীন পুরাতন জীর্ণশীর্ণ একটি চাদর পরিধান করে বসেছিলেন। তাঁর দু'ঠোঁট আল্লাহর তাসবীহ জপছিল। এমন সময় আবু মারয়াম নামের এক মাওয়ালী এসে তাঁকে নিচু স্বরে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে।

তিনি বললেন, আবু মারয়াম, তোমার কী প্রয়োজন?

আবু মারয়াম বলল, আপনি আপনার শরীর থেকে এ চাদরটি খুলে রাখুন। এটি খুবই পুরাতন জামা।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চাদরটি খুলে একপাশে রাখলেন। তখন তাঁর চোখের অশ্রু ঝরছিল। এমনকি তিনি উচ্চৈঃস্বরে কান্না করতে শুরু করলেন।

তখন আবু মারয়াম বলল, আমি যদি জানতাম এতে আপনি এত কষ্ট পাবেন তাহলে আমি এ কথা বলতাম না।

তাঁর কান্না ধীরে ধীরে কমে আসার পর তিনি অশ্রু মুছতে মুছতে বললেন, আবু মারয়াম এ চাদরকে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি। কেননা এটি আমাকে আমার বন্ধু দিয়েছে।

আবু মারয়াম অবাক হয়ে বলল, কে আপনার বন্ধু?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ওমর বিন খাত্তাব, সে আল্লাহর জন্য কাজ করত আর তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর কল্যাণ করেছেন।

তারপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবার কান্না শুরু করলেন। এমনকি তাঁর কান্নার আওয়াজ দূর থেকে শুনা যেতে লাগল।[১৯]

---

[১৯] তারিখু মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ৩য় খণ্ড, ৯৩৮ পৃ.।

www.pathagar.com

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-এর মোহরানা

এক দাসী দ্রুত ছুটে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে প্রবেশ করল।

সে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, তুমি কী জানতে পেরেছ ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর বিয়ের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলাপ-আলোচনা করছেন?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতাশার সাথে বললেন, না, আমি জানতে পারিনি।

সে বলল, তাহলে তোমার বাধা কিসের তাঁর কাছে যেতে। হতে পারে তিনি তাঁকে তোমার সাথে বিয়ে দিবেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার কাছে এমন কিছু নেই যা দ্বারা আমি তাঁকে বিয়ে করব।

সে বলল, যদি তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বিয়ের ব্যাপারে প্রস্তাব দিতে...। এভাবে মেয়েটি তাঁকে উৎসাহ দিতে লাগল। তার উৎসাহ পেয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে লজ্জায় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অধিক শ্রদ্ধার কারণে কিছুই বলছিলেন না।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, তুমি কেন এসেছ? তোমার কী কোনো প্রয়োজন আছে? কিন্তু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথার কোনো উত্তর দিলেন না। তিনি লজ্জার কারণে চুপ করেই রইলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, মনে হয় তুমি ফাতেমার ব্যাপারে প্রস্তাব দিতে এসেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তাকে বিয়ে করে নেওয়ার মতো তোমার কাছে কিছু আছে? তিনি বললেন, না, হে আল্লাহর রাসূল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সে বর্মটি কী করেছ যা দ্বারা আমি তোমাকে সজ্জিত করেছি।

তখন তিনি বললেন, সেটি আমার কাছে.....যার হাতে আমার জান তাঁর শপথ! সেটি তো ভাঙা-চুরা। সেটির মূল্য মাত্র চার শত দেরহাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আমি (ফাতেমাকে) তোমার কাছে বিয়ে দিলাম, তুমি সে বর্মটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।[২০]

---

[২০] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭১৮ পৃ.।

www.pathagar.com

বিয়ের ওলিমা

বুরায়দা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বিয়ে করার জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রস্তাব পেশ করলেন, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বিয়ের জন্য তো ওলিমা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথামতো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন শত অভাবে থাকা সত্ত্বেও একটি করে খেজুর, এক টুকরো রুটি, এক টুকরো পনির আর একটুখানি ঝোলের দ্বারা ওলিমার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর আয়োজিত এ ওলিমার খাবার সে সময়ের বড় ধরনের আয়োজন ছিল। উপস্থিত সবাই খাবার শেষে তাঁর জন্যে প্রাণ ভরে দোয়া করল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদের দু'জনের মধ্যে বরকত দান কর এবং তাদের আগামী প্রজন্ম তথা সন্তান-সন্ততির ওপর বরকত দান কর।[২১]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসুস্থতার সময় একদিন সকালে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে দেখার জন্যে আসলেন। তিনি আসার পরে যখনই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে যেতেন তখনই তিনি জিজ্ঞেস করতেন আলী কী এসেছে?

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, না, সে এখনো আসেনি।

এর কিছুক্ষণ পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্ত্রীগণ তাঁর পাশ থেকে সরে গিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বসলেন।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, মহিলাদের মধ্যে আমি দরজার সবচেয়ে কাছে ছিলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কাছে নিয়ে গোপনে কিছু কথা বললেন। তারপর ওইদিনে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে নিয়ে গেলেন। আর এ কারণে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ই সৌহার্দতার দিক থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক নিকটবর্তী ছিলেন।[২২]

---

[২১] মু'জামুল কাবির লিত তিবরানী, ১১৫৩।

[২২] মুসনাদে আহমদ ও ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৬৮৬ পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযিক

আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, একবার কয়েকদিন যাবত আমাদের ঘরে কিছুই ছিল না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরেও ছিল না। এরই মধ্যে একদিন আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। হঠাৎ দেখি রাস্তায় এক দিনার পড়ে আছে। আমি চিন্তা করতে লাগলাম যে, এটা নিব নাকি নিব না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে দিনারটি নিলাম। তারপর দিনারটি দিয়ে আটা বিক্রেতার কাছ থেকে আটা ক্রয় করে আনলাম। সেগুলো ফাতেমাকে দিয়ে বললাম, এগুলো ছেঁকে রুটি বানাও, ফাতেমা সেগুলো দিয়ে রুটি বানাল। আমি সেগুলো নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং ঘটে যাওয়া ঘটনাটি খুলে বললাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এগুলো খাও, এগুলো এমন রিযিক যা মহান আল্লাহ তোমাদের দিয়েছেন।[২৩]

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নাম রাখলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, যখন হাসান জন্মগ্রহণ করল, আমি তার নাম রাখলাম হারব। এরই মধ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমার নাতির কী নাম রেখেছ?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হারব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; বরং তাঁর নাম হাসান।

এরপর যখন হুসাইন জন্মগ্রহণ করল আমি তার নাম রাখলাম, হারব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; বরং তার নাম হুসাইন। এরপর যখন তৃতীয় সন্তানটি জন্মগ্রহণ করল, আমি তার নাম রাখলাম, হারব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না; এর নাম হবে মুহসিন।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি এদের তিন ভাইয়ের নাম রেখেছি হারুন (আ)-এর ছেলেদের নামের ধারাবাহিকতার সাথে মিল রেখে। হারুন (আ)-এর তিন ছেলের নাম ছিল শাবার, শুবাইর, মুশাব্বির।[২৪]

---

[২৩] কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, ৩২৮।

[২৪] আহমদ, ইবনে হিব্বান।

www.pathagar.com

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দুধমাতা

উম্মুল ফজল নামক এক মহিলা যার আসল নাম ছিল লুবাবা বিনতে হারেছ আল হেলালিয়্যাহ, যিনি আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের স্ত্রী ছিলেন। একদিন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, আপনার পরিবারের একজন সদস্য আমার কোলে লালিত-পালিত হচ্ছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফাতেমা একটি ছেলে সন্তান জন্ম দিয়েছে। আল্লাহ চাহে তো তুমি তার দায়িত্ব পাবে। মহিলাটি বলেন, এরপর আমি একদিন হাসানকে কোলে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আসি, তখন হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছোট ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোলে নেওয়ার পর তিনি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেন। তখন আমি তা নিজের হাত দিয়ে মুছে দেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন, রাখ, রাখ, আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আপনার কাপড়টি খুলে দিন, আমি ধুয়ে ফেলি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, ছোট ছেলে তো এটা ধুতে হবে না।

তারপর তিনি বললেন, বাচ্চা যদি ছেলে হয়, তবে কাপড়ে পানির ছিটা দিলেই চলবে, আর যদি বাচ্চা মেয়ে হয়, তাহলে যে কাপড়ে পেশাব করবে তা ধুইয়ে নিতে হবে।[২৫]

---

[২৫] মুসতারিকে হাকিম।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও অহংকারী ইহুদি

ইহুদি মারহাব তার ধূসর রঙের ঘোড়ার পিঠে বসে তীক্ষ্ণ ধারালো তরবারি নাড়াতে নাড়াতে গর্ব আর অহংকারের সাথে গাইতে লাগল।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ شَاكِيْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

খায়বার সম্পর্কে
আমি মারহাব অবগত হয়েছি।
যখন যুদ্ধ অগ্নির মতো এসেছে
তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ বীর প্রস্তুত।

তখন তার মোকাবিলা করার জন্যে আমের বিন সিনান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার প্রতিউত্তর দিয়ে তার সামনে এগিয়ে গেলেন।

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ عَامِرُ شَاكِيْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ

খায়বার সম্পর্কে আমি
অস্ত্র সজ্জিত সাহসী বীর আমের অবগত হয়েছি।

এরপর তারা দুইজন মল্লযুদ্ধ শুরু করলেন। লড়াইয়ের এক পর্যায়ে ইহুদি মারহাবের তরবারি আমের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঢালে পড়ল। তখন তিনি তাঁর তরবারি ফিরিয়ে নিয়ে মারহাবকে নিচ থেকে মারতে চাইলেন, কিন্তু তিনি মারহাবকে মারতে গিয়ে নিজেই মারা গেলেন।

তখন কোনো কোনো লোক বলতে লাগল, আমের নিজেকে হত্যা করে নিজের আমল নষ্ট করে ফেলেছে।

এ কথা শুনে সালামা বিন আকওয়া কাঁদতে কাঁদতে দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গেলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে দেখে বললেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি চোখের পানি মুছতে মুছতে বললেন, মানুষ বলছে আমের নাকি নিজের আমল নষ্ট করে ফেলেছে।

এ কথা শুনে রাগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারা মোবারকের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, আবু সালামা, এ কথা কে বলেছে?

তিনি বললেন, আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে একদল লোক বলেছে।

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা মিথ্যা বলেছে; বরং তার জন্যে রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মোকাবিলার জন্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পাঠালেন। তিনি তাঁর হাতে ইসলামের পতাকা তুলে দিলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ পেয়ে ইহুদি মারহাবের উদ্দেশ্যে ছুটে গেলেন।

ইহুদি মারহাব তখনো গাইতে ছিল,

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّيْ مَرْحَبُ شَاكِيْ السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ

إِذَا الْحُرُوْبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

খায়বার সম্পর্কে
আমি মারহাব অবগত হয়েছি।
যখন যুদ্ধ অগ্নির মতো এসেছে
তখন আমি অস্ত্রে সজ্জিত অভিজ্ঞ বীর প্রস্তুত।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার প্রতিউত্তরে গাইতে লাগলেন,

أَنَا الَّذِيْ سَمَّتْنِيْ أُمِّيْ حَيْدَرَهْ كَلَيْثِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْظَرَهْ

أُوْفِيْهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلِ السَّنْدَرَهْ

আমি সেই ব্যক্তি যার মা
তার নাম রেখেছে সিংহ।
যেন নিকৃষ্ট এক পরিবেশে বনের রাজা।

তারপর তিনি দ্রুত ইহুদির দিকে এগিয়ে গিয়ে সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি তার এতো কাছে গেলেন যে, তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলেন। তিনি তাকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, সে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর তিনি আকাশের দিকে তরবারি উঠিয়ে তার মাথায় মারলেন। সাথে সাথে তার মাথা দুই খণ্ড হয়ে গেল।

তারপর মারহাব গলাকাটা গরুর মতো মাটিতে লাফালাফি করতে শুরু করল। অবশেষে সে তার অভিশপ্ত জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল।[২৬]

---

[২৬] মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৫২ পৃ.।

www.pathagar.com

এ দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে

সকালের সূর্য উদিত হয়েছে, মদিনার অলিতে-গলিতে সূর্য তার তাপ ছড়িয়ে দিয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শায়িত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা জানার জন্যে মানুষজন তাঁর দরজায় ভিড় করছিল। এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কক্ষ থেকে বের হয়ে আসলেন। তিনি ওই সকল লোকদের পাশ দিয়ে যেতে লাগলেন। তখন তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবস্থা জানার জন্যে তাঁকে ঘিরে ধরল।

তারা তাঁকে বলল, হাসানের বাবা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কী অবস্থা?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া তিনি সুস্থ আছেন।

তখন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হাত ধরে কানে কানে বললেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দেখেছি, তিনি এ অসুস্থতায় ইন্তেকাল করবেন। কেননা আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মৃত্যুর সময়ে চেহারা আমার জানা আছে.... সুতরাং তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, এ দায়িত্ব (খিলাফত) কার ওপর বর্তাবে। যদি তা আমাদের কারো মধ্য থেকে হয়ে থাকে তবে আমরা তা জানতে পারলাম আর যদি অন্য কারো মধ্য থেকে হয়ে থাকে তবে তিনি অসিয়ত করে যাবেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জ্ঞান ও বিবেকের সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ! যদি আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তা জিজ্ঞেস করার পর তিনি আমাদেরকে নিষেধ/বাদ দিয়ে দেন তাহলে মানুষ কখনোই আমাদেরকে তা দিবে না। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করব না।[২৭]

---

[২৭] তারিখুত তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১৯৩,১৯৪ পৃ.।

www.pathagar.com

বিচারের সম্মুখীন আমীরুল মুমিনীন

আলী রাঃ একটি বর্ম হারিয়ে ফেলছিলেন। পরে তিনি তা এক ইহুদির হাতে দেখতে পেলেন।

তখন তিনি ইহুদিকে বললেন, এটিতো আমার বর্ম, আমি তো কাউকে তা দান করিনি অথবা বিক্রয় করিনি।

ইহুদি বলল, এটি আমার বর্ম, আর এটিতো আমার হাতেই।

তিনি বললেন, আমরা বিচারকের কাছে যাব। এ কথা বলে উভয়ে বিচারক শুরাইহের কাছে রওনা দিলেন।

শুরাইহ বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার অভিযোগ পেশ করুন।

আলী রাঃ বললেন, এ ইহুদির হাতে যে বর্মটি এটি আমার বর্ম। আমি কাউকে তা দানও করিনি, কারো কাছে বিক্রিও করিনি।

তারপর শুরাইহ ইহুদিকে বললেন, হে ইহুদি, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন।

ইহুদি বলল, এটি আমার বর্ম আর এটিতো আমার হাতেই।

শুরাইহ আলী রাঃ-কে বললেন, আপনার কোনো প্রমাণ আছে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার আযাদকৃত দাস কনবার ও আমার ছেলে হাসান আছে, তারা সাক্ষ্য দিবে এটি আমার।

তখন শুরাইহ বললেন, বাবার পক্ষে ছেলের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং বর্মটি ইহুদির।

মুসলিম বিশ্বের খলিফা আমীরুল মুমিনীন আলী রাঃ-এর বিরুদ্ধে বিচারক রায় দেওয়ার কারণে ইহুদি অবাক হলো। সে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন আমাকে বিচারকের কাছে নিয়ে এসেছেন, আর বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি এটি (ধর্ম) সত্য। আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর এ বর্মটি আপনার, আমীরুল মুমিনীন।[২৮]

---

[২৮] তারিখুল খুলাফা, ২৯,২৯৩ পৃ.।

www.pathagar.com

সেদিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা কালো হয়ে যাবে

আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক খণ্ড জমিন দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জমিনটি কিনে নিয়ে তাতে পানির জন্যে একটি কূপ খনন করতে নির্দেশ দিলেন।

লোকজন কূপ খনন করতে গিয়ে দেখতে পেল নিচ থেকে শীতল মিষ্টি পানি প্রবাহিত হচ্ছে। তখন তারা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে এ সুসংবাদ দিতে দ্রুত ছুটে গেল।

তিনি বিনয়ের সাথে মাথা তুলে বললেন, এটি উত্তরাধিকারীদেরকে আনন্দ দিবে।

এরপর তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন, হে লোক সকল, আমি আল্লাহকে সাক্ষ্য রেখে, এরপর তোমাদের সাক্ষ্য রেখে এ কূপটি ও জমিনটি যুদ্ধ বা শান্তি সব সময়ের জন্যে গরিব-মিসকীন, মুসাফির, আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ, কাছের-দূরের সকলের জন্যে সদকা করে দিলাম, সে দিনের নাজাতের জন্যে যেদিন কিছু চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা কালো হয়ে যাবে। যাতেকরে আল্লাহ তা'আলা আমার চেহারা থেকে জাহান্নামকে দূরে রাখেন আর জাহান্নাম থেকে আমাকে দূরে রাখেন।[২৯]

---

[২৯] তারিখুল মদিনাতুল মুনাওয়ারা, ১ম খণ্ড, ২২০ পৃ.।

www.pathagar.com

রুটির মালিক

রাস্তার পাশে দুই লোক খাবার খেতে বসেছে। তাদের একজনের কাছে পাঁচটি রুটি ছিল, আর অন্যজনের কাছে তিনটি রুটি ছিল। তারা যখন খাওয়ার জন্যে রুটি বের করে সামনে রাখল তখন তাদের পাশ দিয়ে এক লোক যাচ্ছিল। সে তাদেরকে সালাম দিল।

তখন তারা দুইজন বলল, বসুন, আমাদের সাথে খাবার গ্রহণ করুন।

তাদের অনুরোধে লোকটি তাদের সাথে খাবার খেল। তারা সকলে ওই আটটি রুটিকে সমান তিনভাগে ভাগ করে প্রত্যেকে চব্বিশ অংশের আট অংশ করে খেল। খাওয়া শেষে লোকটি তাদেরকে আট দেরহাম দিয়ে বলল, আমি আপনাদের খাবার যতটুকু খেয়েছি তার মূল্য হিসেবে এ আট দেরহাম রাখুন।

লোকটি চলে যাওয়ার পর রুটিওয়ালা ওই দুই লোক দেরহাম ভাগাভাগি করতে গিয়ে ঝগড়া শুরু করল।

যার রুটি পাঁচটি ছিল সে বলল, আমি পাঁচ দেরহাম নিব আর তুমি তিন দেরহাম নিবে।

আর যার রুটি তিনটি ছিল সে বলল, না; বরং দেরহাম সমানভাগে ভাগ হবে। অর্থাৎ চার দেরহাম করে ভাগ হবে।

তখন তারা দুইজন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে বিস্তারিত ঘটনাটি শুনাল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তিন রুটিওয়ালাকে বললেন, তোমার সাথি তোমাকে যা দিয়েছে তা নিয়ে নাও। তার রুটি তোমার থেকেও বেশি। সুতরাং তিন দেরহাম নেওয়াটাই তোমার জন্যে উত্তম।

লোকটি রাগের সাথে বলল, আমি আমার পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করব।

তার কথামতো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি মাত্র এক দেরহাম পাবে, আর তোমার সাথি সাত দেরহাম পাবে।

লোকটি বলল, সুবহানাল্লাহ, আমাকে বুঝিয়ে বলুন তা কীভাবে, তাহলে আমি নিব।

তিনি বললেন, আটটি রুটি কী তিন ভাগ করলে চব্বিশ টুকরো হয়নি? যখন সেই চব্বিশ টুকরো তিনজনের ভাগে ভাগ করা হলো তখন প্রত্যেকে আট টুকরো করে পেয়েছ। তোমার তিনটি হয়েছে নয় টুকরো, তার মধ্যে তুমি

www.pathagar.com

নিজেই খেয়েছ আট টুকরো। সুতরাং ওই লোক যে আট টুকরো খেয়েছে সে তোমার রুটি থেকে মাত্র এক টুকরো খেয়েছে, সুতরাং তুমি মাত্র এক দেরহাম পাবে।

আর পাঁচ রুটি ওয়ালা, তার রুটি হয়েছে পনেরো টুকরো, তার মধ্যে সে খেয়েছে আট টুকরো। আর বাকি সাত টুকরো ওই লোক খেয়েছে, সুতরাং তোমার সাথি সাত দেরহাম পাবে।

তখন লোকটি মুচকি হেসে বলল, এখন আমি খুশি, আর ব্যাপারটি আমার বুঝেও এসেছে।[৩০]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও স্বর্ণের পাত্র

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর আযাদকৃত দাস কম্বর তাঁর ভালোর জন্যে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি এমন একজন লোক যার কোনোকিছুই নেই। নিশ্চয়ই এ সম্পদে আপনার পরিবারের অংশ আছে. যা তারা আপনার জন্যে লুকিয়ে রেখেছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবাক হয়ে বলল, সেটা কী?

কম্বর বলল, আমার সাথে চলুন। কম্বর চলতে লাগল আর তার সাথে সাথে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সে তাঁকে একটি ছোট ঘরে নিয়ে আসল। তাতে বিশাল চাদর দ্বারা কয়েকটি পাত্র ঢাকা ছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পাত্রগুলো খুলে দেখলেন সেগুলো স্বর্ণ-রুপায় ভর্তি। তিনি সেগুলো দেখে বললেন, তোমার মা তোমাকে হারাতো! তুমি তো আমার ঘরে বিশাল জাহান্নাম ঢুকিয়ে দিতে চাচ্ছ।

তারপর তিনি স্বর্ণ-রুপাগুলো ওজন করে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দিলেন। আর বললেন, হে দুনিয়া, আমাকে ছেড়ে অন্য কাউকে ধোঁকা দাও। (অর্থাৎ আমাকে ধোঁকা দিও না।)[৩১]

---

[৩০] তারিখুল খুলাফা, ২৮৫,২৮৬ পৃ.।

[৩১] আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ, ১৬৩ পৃ.।

www.pathagar.com

আওলিয়াদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য

আসরের একটু পূর্বে.....

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার বাজারে ঘুরাঘুরি করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি আহজারে জায়ত নামক স্থানে চলে গেলেন। সেখনে দেখতে পেলেন এক লোক বাহনে আরোহণ করে আছে, আর তার চারপাশ দিয়ে লোকজন ঘিরে আছে। সে চিৎকার দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিরুদ্ধে বলে যাচ্ছে।

তখন সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কী হয়েছে?

এক লোক বলল, এ ইরানি লোকটি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু- কে অসম্মান করে কথা বলছে।

এ কথা শুনে রেগে সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মানুষের ভিড় ঠেলে দ্রুত ওই লোকটির কাছে গেল।

তার কাছে গিয়ে তিনি তাকে বললেন, এই, তুমি আলীকে কী কারণে অসম্মান করছ? তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী নন? তিনি কী প্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে নামায আদায়কারী নন? তিনি কী সবার চেয়ে বেশি দুনায়াবিরাগী নন? তিনি কী সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি নন? তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জামাতা নয়? তিনি যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পতাকা বহন করেননি? তারপর সা'দ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কেবলার দিকে ফিরে দুই হাত তুলে এ ইরানী লোকটির বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে শুরু করলেন। তিনি কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ এ লোক তোমার ওলীদের একজনের মানহানি করছে। সুতরাং এ সমাবেশ ভাঙার আগেই তুমি তোমার ক্ষমতা দেখিয়ে দাও।

আল্লাহর শপথ! এরপর মানুষ ফিরে যাওয়ার আগেই ওই ইরানি লোকটির উটনী রেগে তাকে আছাড় দিল। এতে সে দুইটি পাথরের মাঝে গিয়ে পড়ল। পাথরের আঘাতে তার মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল। আর সে সেখানেই মারা গেল।[৩২]

---

[৩২] আল মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৫০০ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও দুর্গের দরজা

যুদ্ধ ভয়াবহভাবে চলতে লাগল। যোদ্ধাদের মাথার পাশে মৃত্যু ঘুরঘুর করছিল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রাণপণ আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর বক্ষ শাহাদাতের জন্যে উন্মুক্ত করে দিলেন। তিনি ভয় ভীতিহীনভাবে লড়াই করতে লাগলেন। এমনকি তিনি দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করার একটি পথও তৈরি করে ফেলছিলেন এবং দুর্গটি বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেন। এমন সময় দুর্গের কিছু পাহারাদার এসে তাঁর ওপর হামলা চালায়। তাদের একজন তাঁকে এমন এক আঘাত করল যে, সাথে সাথে তাঁর ঢাল হাত থেকে পড়ে গেল।

তখন তিনি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, আল্লাহর শপথ! হয় আমি হামযার মতো শাহাদাতের স্বাধ ভোগ করব অথবা আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিজয় দান করবেন।

তিনি দ্রুত গিয়ে দুর্গের পাশে পড়ে থাকা একটি পুরাতন দরজা ঢাল হিসেবে তুলে নিলেন। এমনকি খায়বার বিজয় শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি ওই দরজাটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস আবু রাফে যিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাহিনীতে ছিলেন। তিনি বলেন, যে দরজাটি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন যুদ্ধ শেষে সে দরজাটি আমি ও আমার সত্তরজন লোক তুলতে চেষ্টা করেছি তবু মাটি থেকে উপরে তুলতে পারিনি।[৩৩]

---

[৩৩] আল বায়হাকী ফি দালায়েলুন নুবুওয়াহ্, ৪র্থ খণ্ড, ২১২ পৃ.।

www.pathagar.com

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা একজন গোলাম চাইলেন

সূর্য ঘুম থেকে জেগে উঠে তার সোনালি রশ্মি চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার আগেই ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা উঠে তাঁর ঘরের কাজ সমাধান করতে লেগে যান। অথচ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরিবার-পরিজনের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ছিলেন।

তিনি যব নিয়ে সেগুলো ভাঙেন এতে তাঁর হাত ব্যথায় ফুলে উঠত। তারপর পানির মশক বহন করে পানি নিয়ে আসতেন। ঝাড়ু নিয়ে নিজ হাতে ঘর ঝাড়ু দিতেন। এতে তাঁর অনেক কষ্ট হতো। এমনকি তাঁর ওড়নার উপরের অংশেও ধুলা-বালি লেগে যেত। এরপর তিনি চুলায় পাত্র রেখে রান্না শুরু করতেন। রান্না তৈরি করতে গিয়ে দেখা যেত তাঁর পরিহিত কাপড় ময়লা হয়ে গেছে। এতসব কাজ একা শেষ করতে দিতে গিয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু বন্দি ও গোলাম আসল। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, ফাতেমা, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কিছু খাদেম ও গোলাম এসেছে। তুমি তাঁকে গিয়ে একজন খাদেম দিতে বল।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে একজন খাদেম চাইলেন, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কোনো খাদেম দিলেন না।

তিনি তাঁকে বললেন, আমি কী তোমাকে খাদেম থেকেও উত্তম কিছু বলে দিব না? যখন তুমি তোমার বিছানায় যাবে (রাতে ঘুমাতে যাবে) তখন সুবহানাল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে, আল হামদুলিল্লাহ তেত্রিশ বার বলবে আর আল্লাহু আকবার চৌত্রিশ বার বলবে।

তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা লাজুকতার সাথে মাথা তুলে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সন্তুষ্ট.....আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর সন্তুষ্ট। এ কথা বলে তিনি ফিরে গেলেন।[৩৪]

---

[৩৪] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭০৬ পৃ.।

www.pathagar.com

প্রতি নেকে দশগুণ

ছেঁড়া কাপড় পরিহিত দুর্বল শরীরের এক গরিব লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে খাবার চাইল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর ছেলে হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তাকে বল, বাবা তোমার কাছে যে ছয় দিরহাম রেখে গেছে, সেখান থেকে এক দিরহাম দাও।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসে বললেন, তুমি তো ছয় দিরহাম গম ক্রয় করার জন্যে রেখেছ।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ওই বান্দার ঈমান পরিপূর্ণ হয় না যে নিজের হাতে যা আছে তার থেকে আল্লাহর হাতে যা আছে তা পাওয়ার অধিক আশাবাদী না হয়।

তারপর তিনি হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে ছয় দিরহাম পাঠিয়ে দিতে বল।

তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ছয় দিরহাম পুরাই পাঠিয়ে দিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেগুলো ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখান থেকে উঠার আগেই এক লোক তার পাশ দিয়ে উট নিয়ে যাচ্ছিল। সে উটটি বিক্রয় করতে চাইল।

তিনি লোকটিকে বললেন, উটের দাম কত?

সে বলল, একশত চল্লিশ দিরহাম।

তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে এটি বিক্রি কর, আমি তোমাকে কিছুক্ষণ পর মূল্য পরিশোধ করে দিব। লোকটিও তাঁর কথামতো তাই করল। এরপর সে লোকটি যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে ফিরে গেল।

কিছুক্ষণ পর সেখান দিয়ে আরেকজন লোক আসল। সে এসে বলল, এ উটটি কার?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমার।

লোকটি বলল, তুমি কী তা বিক্রি করবে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

লোকটি বলল, কততে বিক্রি করবে?

তিনি বললেন, দুই শত দিরহামে।

লোকটি বলল, আমি তা কিনে নিলাম।

www.pathagar.com

লোকটি উট নিয়ে গেল আর তাঁকে দুইশত দিরহাম দিয়ে গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই দুইশত দিরহাম থেকে যার কাছ থেকে বাকি মূল্যে উট নিয়েছিলেন তাকে একশত চল্লিশ দিরহাম দিলেন। আর বাকি ষাট দিরহাম নিয়ে ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে গেলেন।

তিনি তা দেখে বললেন, এগুলো কী?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এগুলো তা, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন।

مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ.

"যে একটি সৎকাজ করবে, সে তার দশগুণ পাবে এবং যে, একটি মন্দ কাজ করবে, সে তার সমান শাস্তিই পাবে। বস্তুত তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।" (সূরা আন'আম : ১৬০)।[৩৫]

সাহসী বালক

একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দেখতে পেলেন তাঁর ছেলে চুপি চুপি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পিছনে নামায পড়ছিলেন।

তিনি এ প্রথম দেখলেন যে, তাঁর ছোট্ট এ ছেলেটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অনুসরণ করছে, তাঁর ধর্মে সন্তুষ্ট হয়েছে এবং কুরাইশদের উপাস্য দেবদেবীকে বর্জন করেছে। নামায শেষ হওয়ার পর তাঁর ছেলে তাঁর কাছে ছুটে এসে বলল, হে আমার বাবা, ...আমি আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি, তিনি যে অহী নিয়ে আগমন করেছেন সে অহীর ওপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর অনুসরণ করেছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মৃদু হেসে বললেন, জেনে রাখ, তিনি তোমাকে ভালো ব্যতীত অন্য কোনো পথে ডাকবেন না, সুতরাং তাঁর সাথে লেগে থাক।[৩৬]

---

[৩৫] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৩ পৃ.।

[৩৬] খুলাফাউর রাসূল, ৪৪৮-৪৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

তিন দিরহামের কাপড়

একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একটি নতুন জামা ক্রয় করতে বাজারের উদ্দেশ্যে বের হলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি এক কাপড় বিক্রেতার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন।

তিনি ওই বিক্রেতাকে বললেন, আমার কাছে তিন দেরহামে একটি জামা বিক্রয় কর। লোকটি যখন আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে চিনতে পারল তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু লোকটি ন্যায্যমূল্য না নেওয়ার ভয় করলেন। কেননা তিনি আমির এ কথা সে জেনে গেছে। এ কারণে তিনি তার থেকে না কিনে অন্য ক্রেতার কাছে গেলেন। তিনি যে বিক্রেতার কাছেই গেলেন সেই তাঁকে চিনে ফেলেছে। এ কারণে একের পর এক করে যেতে যেতে অবশেষে এক ছোট বালকের কাছে গেলেন। বালকটি তাঁকে চিনতে পারল, না। তখন তিনি ওই বালক থেকে তিন দিরহাম দিয়ে একটি জামা কিনলেন। যে জামাটি হাতের কব্জি ও পায়ের টাখনু পর্যন্ত। তিনি তা গায়ে দিয়ে নিলেন।

এর কিছুক্ষণ পর দোকানের মালিক আসল, তখন তাকে কেউ একজন বলল, তোমার ছেলে আমীরুল মুমিনীনের কাছে একটি জামা তিন দিরহামে বিক্রি করেছে। তুমি কী তা দুই দিরহামে বিক্রি করতে না?

তখন লোকটি এক দিরহাম নিয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি দিরহামটি নিন, এটি আপনার দিরহাম।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অবাক হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই এটা আমার দিরহাম না।

লোকটি বলল, আপনি যে জামাটি ক্রয় করেছেন, সেটির মূল্য দুই দিরহাম, কিন্তু আমার ছেলে তিন দিরহামে আপনার কাছে বিক্রি করেছে।

এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হেসে বললেন, তোমার ছেলে আমাকে রাজি করেই বিক্রি করেছে। আর আমি তাকে রাজি রেখে তা ক্রয় করেছি। (অর্থাৎ উভয়ে এ বেচা কেনার ওপর রাজি ছিলাম।)

তখন লোকটি দিরহাম নিয়ে দোকানের দিকে ফিরে গেল।[৩৭]

---

[৩৭] মুন্তাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন

রাসূল ﷺ দিন-রাত তিন বছর পর্যন্ত গোপনে গোপনে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে লাগলেন। এ কাজে তিনি ক্লান্তিকে ক্লান্তি মনে করতেন না, কষ্টকে কষ্ট মনে করতেন না। এরপর আল্লাহ তা'আলা নাযিল করলেন..... وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ "আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।" (সূরা শু'আরা : ২১৪)

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তিনি আব্দুল মুত্তালিবের সকল সন্তানকে একত্রিত করলেন। তিনি তাদের জন্যে খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থা করলেন। তারা খেয়ে ও পান করে পূর্ণ পরিতৃপ্ত হলো, কিন্তু তবু খাবার আর পানীয় যতটুকু ছিল ততটুকুই রয়ে গেল। সেগুলো একটুও কমেনি।

তারপর নবী ﷺ বললেন, হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানেরা! আমি বিশেষ করে তোমাদের জন্যে আর সাধারণভাবে সকলের জন্যে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি। তারপর তিনি তাদেরকে আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন।

এরপর বললেন, সুতরাং তোমাদের মধ্যে কে আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে আমার ভাই ও আমার সাথি হবে?

তারা কেউ কোনো কথা বলল না। সকলের মাঝে নীরবতা বিরাজ করছিল। মনে হচ্ছিল কোনো পাখি তাদের মাথায় বসে আছে আর তাই তারা নড়াচড়াও করছিল না। হঠাৎ সকলের নীরবতা ভেঙে দিয়ে আলী নামের এক ছোট বালক বললেন, আমি।

তিনি হচ্ছেন আলী বিন আবু তালিব ﷺ যিনি সকলের নীরবতা ভেঙে দিয়ে রাসূল ﷺ-এর ডাকে সাড়া দিয়েছেন।

তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বললেন, আমি .....আমি আপনার ভাই ও সাথী হবো।

তাঁর থেকে সাড়া পেয়ে নবী ﷺ-এর চেহারায় হাসি ফুটে উঠল। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি বস।

আলী ﷺ বসে পড়লেন। নবী ﷺ আবার কথাগুলো বললেন, কিন্তু তখনো তাঁর পাশে বসা আলী ﷺ ব্যতীত আর কেউই তাঁর কথায় সাড়া দিল না।

আলী ﷺ বললেন, আমি আপনার ভাই ও সাথি হবো।

নবী ﷺ তাঁকে আবারো বললেন, তুমি বস, তিনি বসে গেলেন।

www.pathagar.com

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো কথাগুলো বললেন। তখনো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যতীত আর কেউ তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আবারো বললেন, আমি.....আমি আপনার ভাই ও সাথি হবো।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর এমন কাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশি হয়ে পবিত্র হাত দিয়ে তাঁর বুকে মৃদুভাবে আঘাত করে তাঁর কাজে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।[৩৮]

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া

একটি বিছানার উপর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শুয়েছিলেন। তাকে দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত করেছে। তিনি বন্দির মতো বাড়িতে দিন কাটাতে লাগলেন।

তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ, যদি আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হয় তবে মৃত্যু দান করুন আর যদি বিলম্বে হয় তবে আমাকে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন দিন। যদি এটি পরীক্ষা হয় তবে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দোয়া শুনতে পেলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপাল প্রসারিত করে বললেন, আলী তুমি কী বলে দোয়া করলে?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়াটি দ্বিতীয়বার করলেন।

তাঁর দোয়া শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে বললেন, হায় আল্লাহ, তাকে সুস্থ করে দাও।

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার পর আমার আর এ ব্যথার অভিযোগ করতে হয়নি। (অর্থাৎ আমার আর এ অসুখ হয়নি।)[৩৯]

---

[৩৮] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭১৯ পৃ.।

[৩৯] দালায়েলুন নুবুওয়াহ্ লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৭৯ পৃ.।

www.pathagar.com

আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব নম্রতা ও বিনয়ের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে বসলেন। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে উপদেশ ও নসিহত করার পূর্বে হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত এসে তাঁর কাপড় ধরে টেনে ধরে বললেন, আমার নানার মিম্বর থেকে নেমে যান। (হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো ছোট ছিলেন।)

তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিনয়ের সাথে বললেন, তুমি সত্য বলেছ, এটি তোমার নানার স্থান। তারপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে কোলে তুলে নিলেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বতে দুই চোখের পানি ছেড়ে কাঁদতে লাগলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে এটি করতে নির্দেশ দেইনি।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি সত্য বলেছ, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে দোষারোপ করছি না।[৪০]

তোমার যদি ইচ্ছে হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয়

এক আনসারী মহিলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্যে খাবার তৈরি করে তাঁকে ও তাঁর সাহাবীদেরকে দাওয়াত করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলার দাওয়াতে তাঁর বাড়িতে গিয়ে উঠানে বসলেন আর লোকজন তাঁকে ঘিরে বসেছিলেন।

তারা এ অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের কাছে এখন এক জান্নাতী লোক আসবে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে বললেন, হায় আল্লাহ! তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে ওই লোকটি যেন আলী হয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকতে তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ই তাঁদের কাছে আসলেন। তখন তাঁরা তাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষিত সুসংবাদ দিতে লাগলেন।[৪১]

---

[৪০] তারিখুল খুলাফা, ৬৯ পৃ.।

[৪১] মুসনাদে আহমদ, ৩য় খণ্ড, ৩৩১ পৃ.।

www.pathagar.com

আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত কিছু ঢুকাবো না

একদিন দুপুরে কা'বার কর্মচারী আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসল। সে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কক্ষের সামনে কোনো পর্দা দেখতে পায়নি। তাই সে অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে চলে আসল।

সে এসে দেখতে পেল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উবু হয়ে বসে আছেন। তাঁর সামনে একটি পাত্র আর একটি পানি ভর্তি মগ। তারপর তিনি একটি ব্যাগ বের করলেন।

তখন লোকটি মনে মনে বলল, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আমার আমানতের কারণে প্রতিদান দিবেন। হতে পারে তিনি প্রতিদান হিসেবে আমাকে মণিমুক্তা অথবা মূল্যবান কিছু দিবেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ব্যাগটি খুললে তাতে কয়েক টুকরো রুটি দেখা গেল। তিনি তা একটি থালায় রেখে তাতে হালকা পানি ঢেলে দিলেন।

তারপর তিনি লোকটিকে বললেন, আস, আমার সাথে খাও।

তখন লোকটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি এগুলো খাচ্ছেন অথচ আপনি এখন ইরাকে। ইরাকে তো খাবারের অভাব নেই।

তার কথার উত্তরে তিনি দুনিয়াবিরাগীদের মতো বললেন, জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয়ই এ রুটির টুকরোগুলো মদিনা থেকে আনা হয়েছে। কেননা আমি আমার পেটে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্যকিছু ঢুকাতে অপছন্দ করি।[৪২]

---

[৪২] আল হুলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ.।

www.pathagar.com

যে আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল

হুদায়বিয়া উপস্থিত থাকা সাহাবীদের মধ্যে আমর বিন শাস আল আসলামী একজন। তিনি একবার আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে ইয়ামানে সফর করেছিলেন। পথে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দ্বারা মনে হালকা আঘাত পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাঁর ওপর খুব রাগান্বিত হয়েছেন।

যখন আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনায় আসলেন তখন তিনি মসজিদে এ ব্যাপারে মানুষের কাছে বলাবলি করতে লাগলেন। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেল।

একদিন সকালে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মসজিদে আসলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন একদল সাহাবীর মাঝে বসেছিলেন। তাঁকে দেখার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমর, জেনে রাখ, আল্লাহর শপথ! তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ।

তিনি ভীত হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনাকে কষ্ট দেওয়া থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ.....যে ব্যক্তি আলীকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল।[৪৩]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু জান্নাতে

মানুষ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ঘিরে বসে আছে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন একজন লোক এখন তোমাদের কাছে আসবে। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।

এর কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন আরেকজন লোক তোমাদের কাছে আসবে। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।

এর কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, জান্নাতের অধিবাসী হবে এমন আরেকজন লোক এখন তোমাদের কাছে আসবে।

এ কথা বলার পর তিনি হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! ওই লোকটি যেন আলী হয়।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন।[৪৪]

---

[৪৩] আল মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, ৪৮৩ পৃ.।

[৪৪] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৭৭ পৃ.।

www.pathagar.com

মৃতরা কথা বলছে

একদিন সকালে আমীরুল মুমিনীন একাকীত্ব অনুভব করছিলেন। তখন তিনি মৃত্যু, কবর ও আখেরাতের হিসাব নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করলেন। ভাবতে ভাবতে এক পর্যায়ে তিনি মদিনার কবরস্থানের দিকে পা বাড়ালেন। তিনি কবরস্থানে গিয়ে বললেন, হে কবরবাসী, তোমাদের ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।

তখন কবর থেকে একটি আওয়াজ ভেসে আসল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার ওপরও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। আমাদের পরে কী হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে বলুন।

আলী রাঃ বললেন, তোমাদের স্ত্রীদের বিয়ে হয়ে গেছে, তোমাদের সম্পদ ভাগ হয়ে গেছে, তোমাদের সন্তানেরা ইয়াতীমের দলভুক্ত হয়ে গেছে, আর যে ঘর তোমরা বানিয়ে গেছ সে ঘরে এখন অন্যরা থাকছে। আমাদের কাছে এ সংবাদই আছে। তোমাদের কাছে কী সংবাদ?

তখন কবর থেকে আওয়াজ আসল, কাফনগুলো ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, চুলগুলো চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, চামড়া টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, চোখ দিয়ে শুধু অশ্রু বয়ে যাচ্ছে, নাক দিয়ে ময়লা বের হচ্ছে, আমরা যা কিছু প্রেরণ করেছি তা পেয়েছি আর যা রেখে এসেছি তা হারিয়েছি, আর এখন আমরা এখানে বন্দি হয়ে আছি।[৪৫]

[৪৫] মু'জামু কারামাতিস সাহাবা, ৯২ পৃ.।

www.pathagar.com

আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আলী সবচেয়ে প্রিয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায়্যেদা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বধূ বেশে পাঠালেন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ঘরে এসে বিছানায় একটি পাতলা চাদর, একটি বালিশ, একটি থলে ও একটি মগ ব্যতীত আর কিছুই পেলেন না। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এ বলে পাঠালেন যে, আমি না আসা পর্যন্ত তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে যাবে না।

কিছুক্ষণ পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের কাছে আসলেন। তিনি এসে পানি নেওয়ার নির্দেশ দিলেন। পানি আনার পর তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুসারে দোয়া কালাম যা পড়ার পড়লেন। তারপর সে পানি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারায় ছিটিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে ডাকলেন। তিনি আসার পর তাঁর উপরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি ছিটিয়ে দিলেন।

তারপর নবী বললেন, জেনে রাখ, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির সাথে তোমাকে বিয়ে দিয়েছি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, নাও, তোমার পরিবারকে।

এরপর তিনি তাঁদের জন্যে দোয়া করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।[৪৬]

আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক

একদল লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসলেন। তাঁরা এসে বললেন, আস্‌সালামু আলাইকুম, হে আমাদের অভিভাবক।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি কীভাবে তোমাদের অভিভাবক হলাম।

তখন তাঁরা বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, আমি যার অভিভাবক আলীও তার অভিভাবক।

এ কথা শুনার পর তিনি তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন।

তখন কেউ একজন বলল, তারা আনসার গোত্রের লোক। তাদের মধ্যে আবু আইয়ূব আল আনসারীও ছিলেন।[৪৭]

---

[৪৬] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৬৭-৫৬৯ পৃ.।

[৪৭] ফাযায়েলুস সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৫৭২ পৃ.।

www.pathagar.com

যিনাকারিণী মহিলা

একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মদিনার পথে হাঁটছিলেন এমন সময় তিনি দেখলেন কিছু লোক এক মহিলাকে টেনে টেনে আনছিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু চিৎকার দিয়ে বললেন, এর কী হয়েছে?

তারা বলল, সে যিনা করেছে, তাই আমীরুল মুমিনীন তাকে রজম (যিনাকারীকে পাথর মেরে হত্যা করা) করার নির্দেশ দিয়েছেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে মহিলাকে তাদের হাত থেকে নিয়ে ছেড়ে দিলেন এবং তাদেরকে কঠিনভাবে ধমকালেন। তখন তারা ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ফিরে গিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যা করেছেন তা জানাল।

তাদের কথা শুনার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সে না জেনে এমন করেনি। তাকে আমার কাছে পাঠাও। ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর নির্দেশ মতো আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর কাছে আসলেন। তাঁর চেহারায় তখনো রাগের ভাব দেখা যাচ্ছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, তোমার কী হলো, তুমি কেন এ লোকগুলো যিনাকারিণী মহিলার ওপর হদ কায়েম করতে বাধা দিয়েছ।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেননি, 'তিন ব্যক্তির থেকে কলম উঠিয়ে রাখা হয়, ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয়, ছোট বাচ্চা যতদিন না সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়, পাগল যতক্ষণ না জ্ঞান ফিরে আসে। (কলম উঠিয়ে রাখা হয় মানে এ তিনজনের কাজের কোনো হিসাব হয় না।)

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাথা নেড়ে বললেন, অবশ্যই আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ কথা বলতে শুনেছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুচকি হেসে বললেন, এ মহিলাকে মাঝে মাঝে মৃগীরোগে আক্রান্ত করে যা পাগল হয়ে যাওয়ার মতো। মনে হয় তার মৃগী রোগে আক্রান্ত করা অবস্থায় পুরুষ লোকটি এসে তার সাথে এমন করেছে।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে ছেড়ে দিয়েছেন।[৪৮]

---

[৪৮] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৫৫, ও আবু দাউদ ৪র্থ খণ্ড, ১৪০।

www.pathagar.com

ফকীহের গুণ

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মেহরাবের পাশে বসেছিলেন। তার পবিত্র জবানে তিনি আল্লাহ তা'আলার জিকির-আজকার করছিলেন। তখন একদল লোক তাঁকে ঘিরে বসল। তাদের উদ্দেশ্য তাঁর থেকে জ্ঞান অর্জন করা।

তাদের মধ্যে এক লোক বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, আপনি আমাদেরকে ফকীহের গুণাগুণ সম্পর্কে বলুন। (ফকীহ বলা হয় যিনি ইসলামী আইনশাস্ত্রে জ্ঞান রাখেন।)

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন, জেনে রাখ, আমি তোমাদেরকে ফকীহ হওয়ার শর্তসমূহ বলছি। ফকীহ ওই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না। আল্লাহর অবাধ্যতাকে মানুষের জন্যে সহজ করে দেয় না। আল্লাহর ক্রোধ থেকে তাদেরকে নিরাপদ হওয়ার ধারণা দেয় না। কুরআন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যকিছুর মুখী হয় না। যে ইবাদত জ্ঞানবিহীন হয় তাতে কোনো কল্যাণ নেই। আর যে জ্ঞানের মাঝে আল্লাহর ভয় নেই তাতেও কোনো কল্যাণ নেই। ওই তেলাওয়াতেও কল্যাণ নেই যা বুঝে পাঠ করে না।[৪৯]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা আবু আব্দুল্লাহ আল জাদালী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে রাগের সাথে বললেন, আবু আব্দুল্লাহ, তোমাদের সামনে কী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে গালি দেওয়া হবে?

তখন তিনি খুব ভীত হয়ে বললেন, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, কীভাবে তা হতে পারে?

তখন উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আলী আর তাঁকে যারা পছন্দ করে তাদেরকে কী গালি দেওয়া হচ্ছে না?.....আল্লাহর শপথ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে ভালোবাসতেন।[৫০]

---

[৪৯] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৭৭ পৃ.।

[৫০] মুসনাদে আহমদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩২৩ পৃ.।

www.pathagar.com

হিজরি সালের ইতিহাস

ইয়ামান থেকে এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল।

সে তাঁকে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনারা কী তারিখের ভিত্তিতে ঘটনাগুলো লিখে রাখেন না। অমুক মাসে অমুক ঘটনা ঘটেছে, বা অমুক নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, না।

এরপর লোকটি ফিরে চলে গেল, কিন্তু বিষয়টি ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। তিনি ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলেন। অবশেষে তিনি একটি সন চালু করার প্রয়োজন মনে করলেন।

আর এ কারণে তিনি মুহাজির ও আনসারদেরকে এক জায়গায় একত্রিত করলেন।

তারা সকলে একত্রিত হয়ে বসার পর তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোন সময় থেকে সন ভিত্তিক ইতিহাস লেখা শুরু করব?

তাঁর এ প্রশ্নে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সকলে চুপ করে রইল। এরপর একজন বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তেকাল থেকে, আবার কেউ বলল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় থেকে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আওয়াজ উঁচু করে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন শিরকের ভূমি থেকে বের হয়ে এসেছিলেন সেদিন থেকে আমরা ইতিহাস লেখা শুরু করব। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন হিজরত করতে মক্কা ত্যাগ করলেন ওইদিন থেকে।

তখন সকলে তাঁর কথা গ্রহণ করে নিয়েছে এবং এর ওপর ঐকমত্য হয়েছে।[৫১]

---

[৫১] তারিখুল মদিনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ২য় খণ্ড, ৭৫৮ পৃ.।

www.pathagar.com

এক ব্যক্তিকে থাপ্পড় মেরেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

বায়তুল্লাহর পাশে এক ব্যক্তির চিৎকারের আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল। এক যুবক মানুষের ভিড় ঠেলে চিৎকার করতে করতে এসে আমীরুল মুমিনীন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে উপস্থিত হলো।

তখন সে ধোঁকাবাজদের মতো অভিনয় করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আলী বিন আবু তালিব থেকে আমার অধিকার আদায় করে দিন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাঁর কী হয়েছে?

সে বলল, সে আমার চোখে থাপ্পড় মেরেছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সেই স্থানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এমন সময় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সেখান দিয়ে যেতে লাগলেন।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, হাসানের বাবা, তুমি কী এর চোখে থাপ্পড় মেরেছ?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, কেন?

তিনি বললেন, আমি তাকে দেখেছি সে তাওয়াফের সময় মুমিনদের গোপন অঙ্গসমূহের দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হাসানের বাবা, তুমি ভালো করেছ।[৫২]

তিনটি বিষয় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর স্বতন্ত্রতা

খুবই আগ্রহের সাথে লোকজন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মজলিসে বসে তাঁর উপদেশ শুনছিল।

তখন তিনি বললেন, আলীকে স্বতন্ত্র এমন তিনটি জিনিস দেওয়া হলো, তার থেকে একটি পাওয়াও আমার কাছে সকল নেয়ামত থেকেও উত্তম।

মানুষ আগ্রহের সাথে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন, সেগুলো কী কী?

তিনি বললেন, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করেছে, মসজিদ তার বাসস্থান, সেখানে তার জন্যে যা করা জায়েয আমার জন্য তা জায়েয নেই এবং সে খায়বারের দিন পতাকা বহন করেছে।[৫৩]

---

[৫২] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৬ পৃ.।

[৫৩] তারিখুল খুলাফা ২৭৫ পৃ.।

www.pathagar.com

ইয়ামানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রেরণ

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাত্র নব তরুণ। মসৃণ হাত ও কমল ত্বকবিশিষ্ট। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ইয়ামানের উদ্দেশে পাঠালেন তখন তিনি মাত্র জীবনের চব্বিশ বছর অতিক্রম করেছেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছেন, মানুষতো আমাকে বিচারকার্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে অথচ এ ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই।

তাঁর কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে স্নেহের সাথে বললেন, আমার কাছে আস। তিনি তাঁর কাছে আসলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বুকে নিজ পবিত্র হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করলেন।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ তুমি তাঁর জিহ্বা দৃঢ় কর এবং তাঁর অন্তরকে হেদায়েত দাও। .....আলী যখন তোমার সামনে দুইপক্ষ বিচারপ্রার্থী বসবে তখন তুমি তাদের প্রথমপক্ষ থেকে যেভাবে অভিযোগ শুনেছ দ্বিতীয়পক্ষ থেকেও তেমন না শুনা পর্যন্ত বিচার শুরু করবে না। যখন তুমি দুইপক্ষের কথা শুনে বিচার করবে তখন তোমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সে সত্তার শপথ! যিনি বীজ সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন প্রাণী, এরপর থেকে কখনো আমি দুই ব্যক্তির মাঝে ফয়সালা করতে সন্দিহান হইনি।[৫৪]

---

[৫৪] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৯৬-১১১ ও তিরমিযী ২খণ্ড, ৩৯৫।

www.pathagar.com

আহলে বাইতের প্রজ্ঞা

ইয়ামানে চারজন ব্যক্তি একটি গর্তে পড়ে গেছে। সে গর্তে একটি সিংহ শিকার করতে বসেছিল। যখন প্রথম লোকটি পড়ে যেতে লাগল সে দ্বিতীয় লোকটিকে ধরে ফেলল। দ্বিতীয়জন তৃতীয়জনকে ধরল, তৃতীয়জন চতুর্থজনকে ধরল। এভাবে তারা চারজনই গর্তে পড়ে গেল। গর্তে পড়ে যাওয়ার পর সিংহ তাদের চারজনকেই আক্রমণ করে ক্ষত-বিক্ষত করে শেষ করে দিল।

তখন সে চারজনের অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করল। এমনকি তাদের মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার উপক্রম হলো।

তখন আলী ﷺ বললেন, আমি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিব। যদি তোমরা আমার বিচারে রাজি থাক তবে তাই হবে। আর না হয় আমি তোমাদের থেকে কিছু সংখ্যক লোককে রাসূল ﷺ-এর কাছে পাঠাব। তখন তিনি তোমাদের মাঝে সমাধান করে দিবেন।

এরপর তিনি বিচারের সমাধান দিয়ে বললেন, যারা এ গর্তটি করেছে তোমরা তাদের থেকে দিয়্যাত (রক্তপণ) হিসেবে এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক ও পূর্ণ একজনের রক্তপণ গ্রহণ কর।

সুতরাং যে প্রথমে গর্তে পড়েছে তাঁর অভিভাবকরা এক-চতুর্থাংশ পাবে, কেননা সে দ্বিতীয়জনকে গর্তে ফেলেছে। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির অভিভাবকরা এক তৃতীয়াংশ পাবে, কেননা সে তার পরের ব্যক্তিকে ফেলেছে। এরপর তৃতীয় ব্যক্তির অভিভাবকরা অর্ধেক পাবে, কেননা সে চতুর্থ ব্যক্তিকে ফেলেছে। আর চতুর্থ ব্যক্তির অভিভাবকরা পূর্ণ একজনের রক্তপণ পাবে।

কিন্তু তারা তাঁর এ বিচার মানতে অস্বীকার করল। তাই তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে এ বিচার নিয়ে আসল। তারা রাসূল ﷺ-এর কাছে বিচারটি পেশ করল এবং আলী ﷺ-এর দেওয়া রায়টি বর্ণনা করে শুনাল। তখন রাসূল ﷺ আলী ﷺ-এর রায়কে বহাল রাখলেন।

আর বললেন, সকল প্রশংসা সে আল্লাহ তা'আলার যিনি আহলে বাইতের মধ্যে প্রজ্ঞা রেখেছেন।[৫৫]

---

[৫৫] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব, ৬৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ইসলাম গ্রহণ

অবুঝ বয়সে একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে আসলেন। তিনি এসে দেখলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পবিত্র স্ত্রী খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নামায আদায় করছিলেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মদ, এটা কী?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে হস্যোজ্জ্বল চেহারায় এসে বললেন, এটা আল্লাহর ধর্ম, যে ধর্ম আল্লাহ নিজের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং সে ধর্ম দিয়ে তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি তোমাকে আহ্বান করছি শরিকবিহীন আল্লাহর দিকে, তাঁর ইবাদতের দিকে ও লাত, উজ্জাকে অস্বীকার করার দিকে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এটা এমন একটি বিষয় যা আমি আর কখনো শুনিনি। সুতরাং আমি আবু তালিবের (বাবার) সাথে পরামর্শ না করে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার আগে তাঁর এ কথা মানুষের সামনে প্রকাশিত হওয়াকে অপছন্দ করলেন। আর তাই তিনি তাঁকে বললেন, আলী, যদি তুমি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তা কাউকে বলবে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই রাতে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মাঝেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর অন্তরে ঈমানের আলো দিয়ে দিলেন। সকাল হওয়ার পর তিনি খুব দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললেন, মুহাম্মদ, আপনি আমার কাছে কী পেশ করেছিলেন?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আর সাথে সাথে লাত ও উজ্জাকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর অংশীদার স্থাপন থেকে পবিত্র থাকবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ কথাগুলো শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন এবং ইসলাম প্রকাশ্যে আসার আগ পর্যন্ত আবু তালিবের ভয়ে গোপনে গোপনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন।[৫৬]

---

[৫৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মর্যাদা

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দুই পায়ের উপর কাপড় ছড়িয়ে বসলেন। লোকেরা তাঁর চারদিকে ঘিরে বসলেন। তাঁরা তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আহলে বাইতদের নিয়ে আলোচনা করছিলেন।

আলোচনার এক পর্যায়ে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আলীর জন্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তিনটি কথা এমন যা আমার কাছে হুমুরুন নিয়ামত থেকেও উত্তম। (হুমুরুন নিয়ামত অর্থ, লাল উট, যা আরবদের কাছে অনেক প্রিয় ছিল, তাই তারা কোনো উত্তম জিনিসের উদাহরণ দিতে গিয়ে তা বলতেন।)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন, তুমি কী এতে সন্তুষ্ট নও যে, মূসার পক্ষ থেকে হারুন যে মর্যাদায় ছিল, তুমি আমার পক্ষ থেকে সে মর্যাদায় আছ, তবে আমার পরে আর কেউ নবী হবেন না।

তিনি তাঁকে উদ্দেশ্য করে খায়বারের দিন বলেছিলেন, আমি অবশ্যই পতাকা এমন একজনের হাতে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন। তখন পতাকা নেওয়ার জন্যে অনেকে মাথা উঁচু করেছে।

কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলীকে আমার কাছে ডাক। তারপর তিনি তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন।

যখন আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন,..

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔

আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে। (সূরা আহযাব : ৩৩)

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইনকে ডেকে এনে বললেন, হে আল্লাহ এরাই আমার পরিবার।[৫৭]

---

[৫৭] মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৭১ নং হাদিস।

www.pathagar.com

হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেয়ে

মক্কা বিজয়ের পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখনো মক্কা থেকে বের হতে ঘোড়ার ঘাড় ঘুরাননি। ঠিক তখন তিনি শুনতে পেলেন হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেয়ে দ্রুত তাঁর দিকে ছুটে আসছে আর চিৎকার করে ডাকছে, চাচা....., চাচা....।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁকে কাছে টেনে নিল। তারপর তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে বললেন, তোমার চাচাতো বোনকে নাও।

এরপর হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মেয়েকে নিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিতর্ক করতে লাগলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, সে আমার চাচাতো বোন।

তখন জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, সে আমারও চাচাতো বোন, তাছাড়া তার খালা আমার স্ত্রী।

ওইদিকে জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও বললেন, তাকে নেওয়ার অধিক হক্বদার আমি, কেননা সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েটিকে তার খালার দায়িত্বে দিলেন। কেননা খালা তো মায়ের মতোই।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃদু হেসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দিকে তাকালেন। তিনি তাঁকে বললেন, তুমি আমার, আমি তোমার।

এরপর জাফর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আমার গঠন ও চরিত্রের সাথে তোমার অধিক মিল রয়েছে।

আর জায়েদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, জায়েদ, তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত দাস।[৫৮]

---

[৫৮] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ৯৮-১১৫ ও আবু দাউদ ২য় খণ্ড, ৭১০।

www.pathagar.com

উম্মে কুলছুমের জন্যে প্রস্তাব দিলেন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী বিন আবু তালিবের কাছে তাঁর মেয়ে উম্মে কুলছুমকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আমার মেয়েদেরকে জাফরের ছেলেদের জন্যে ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আলী তাঁকে আমার কাছে বিয়ে দাও, আল্লাহর শপথ! জমিনের ওপর তার সাথে আমার মতো উত্তম ব্যবহার কেউ করবে না।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনন্দের সাথে বললেন, আমি প্রস্তাব গ্রহণ করলাম।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্রুত ওই লোকদের কাছে গেলেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বর ও কবরের মাঝে বসে আল্লাহর জিকির করছিল। তিনি তাদেরকে গিয়ে বললেন, আমার জন্যে বাসর সাজাও।

তারা সাথে সাথে বলল, কার সাথে আমীরুল মুমিনীন?

তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বললেন, আলীর মেয়ে উম্মে কুলছুমের সাথে। কেননা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমার বংশ ব্যতীত সকল বংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

আমি তাঁর সংস্পর্শে ছিলাম আর তাই আমি চেয়েছি তাঁর আর আমার একটি বংশসূত্র থাকুক।[৫৯]

---

[৫৯] আল কানয, ১৩তম খণ্ড, ৬২৪ পৃ.।

www.pathagar.com

আমি যার অভিভাবক আলী তাঁর অভিভাবক

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ্ব থেকে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি মক্কা ও মদিনার মাঝে "গাদিরে খামে" যাত্রাবিরতি নিলেন। তিনি লোকদেরকে জায়গাটি ঝাড়ু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ একত্রিত হয়ে বসলেন।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের মাঝে দুইটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, আল্লাহর কিতাব ও আমার সংগ্রামী পরিবার। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রেখ, আমি চলে যাওয়ার পরে তোমরা ওই দুইটি জিনিসের সাথে কেমনভাবে লেগে আছ। কেননা ওই দুইটি হাওযে আমার সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো আলাদা হবে না।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ আমার অভিভাবক, আর আমি সকল মুমিনীনের অভিভাবক।

তারপর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাত ধরে বললেন, আমি যার অভিভাবক এও তাঁর অভিভাবক। তারপর তিনি দুই হাত তুলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, যে আলীর সাথে বন্ধুত্ব রাখবে তুমি তার সাথে বন্ধুত্ব রেখ, আর যে আলীর সাথে শত্রুতা করবে তুমি তার সাথে শত্রুতা করিও।[৬০]

সাতজন আমীর

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসবাহান এলাকা থেকে অনেক সম্পদ এল। তিনি তা সাত ভাগ করলেন। সে সম্পদের ভেতরে একটি রুটি পাওয়া গেল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সে রুটিকেও সাত ভাগ করে প্রত্যেক ভাগে এক টুকরা করে রাখলেন।

তারপর তিনি সাতজন আমীরকে ডাকলেন। তিনি তাদের মাঝে লটারী দিলেন। লটারির মাধ্যমে কে কার পরে অংশগ্রহণ করবে তা নির্ধারণ করলেন।[৬১]

---

[৬০] মুসনাদে আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ৩৭০ পৃ.।

[৬১] আল ইসতি'আব, ৩য় খণ্ড, ৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

খুলাফায়ে রাশেদীন

জ্ঞান ও দ্বীনদারিতা অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিনিধি দলগুলো আলী ﷺ-এর কাছে আসতে লাগল। তাদের সবার সামনে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তি ছিল, যার মাথায় সাদা পাগড়ি বাঁধা ছিল।

সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমরা আপনাকে বলতে শুনেছি, আপনি খুতবায় বলেছেন, "হে আল্লাহ, আপনি আমাদের সংশোধন করুন যেমন খুলাফায়ে রাশেদীনকে সংশোধন করেছেন।" খুলাফায়ে রাশেদীন কারা?

এ প্রশ্নে তাঁর চোখ অশ্রুতে সিক্ত হলো। তিনি বললেন, তাঁরা হচ্ছেন আমার বন্ধু আবু বকর ও ওমর ﷺ। যাঁরা হেদায়াতের ইমাম ও শায়খুল ইসলাম। রাসূল ﷺ-এর পর যাঁরা অনুকরণীয়। যে তাঁদেরকে অনুসরণ করবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, যে তাঁদের পদচিহ্ন অনুকরণ করবে সে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। আর যে তাঁদেরকে আঁকড়ে ধরবে সে আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত।[৬২]

আবু বকর ﷺ-এর জন্যে আলী ﷺ-এর পরামর্শ

আবু বকর ﷺ জিহাদের ইচ্ছায় বাহনে চড়ে বের হলেন, কিন্তু আলী ﷺ তাঁর বাহনের লাগাম ধরে বললেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি আপনাকে সে কথাই বলব যা আমরা রাসূল ﷺ-কে বলতাম, আপনি আপনার তরবারিকে কোশবদ্ধ করুন, আপনি নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে আমাদেরকে ভয়ে রাখবেন না এবং মদিনায় ফিরে যান। আল্লাহর শপথ! আপনি যদি আপনার নিজের ব্যাপারে আমাদেরকে শঙ্কিত রাখেন তাহলে ইসলামের কোনো শৃঙ্খলা থাকবে না।

তখন আবু বকর ﷺ বললেন, না, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে শঙ্কিত করব না; বরং তোমাদেরকে সান্ত্বনা দিব।

এরপর আবু বকর ﷺ যুল হিস্‌সা ও যুল কিস্‌সাতে গিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং মুনাফিকদেরকে হত্যা করে বিজয়ী হয়ে ফিরে আসলেন। এ যুদ্ধের পর থেকে তিনি আলী ﷺ-এর নির্দেশমতো মদিনায় অবস্থান নিলেন।[৬৩]

---

[৬২] তারিখুল খুলাফা ২৮৫ পৃ.।

[৬৩] তারিখুল খুলাফা, ৬৫ পৃ.।

www.pathagar.com

বিক্রেতা ও দাসী

একদিন আবু মাতার নামে এক লোক নামায শেষে মসজিদ থেকে বের হলো। এমন সময় পিছন থেকে একটি আওয়াজ তার কানে ভেসে এল যে, তোমার লুঙ্গি (টাখনুর) উপরে উঠাও, কেননা তা তোমার প্রভুর প্রতি অধিক ভয়ের নিদর্শন, তোমার কাপড়কে ময়লা থেকে রক্ষাকারী, আর মাথায় কিছু রাখ যদি তুমি মুসলমান হয়ে থাক। অর্থাৎ পাগড়ী বা টুপি দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা।

তখন লোকটি ফিরে তাকিয়ে দেখল তিনি হচ্ছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তাঁর হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি হাঁটতে হাঁটতে উটের বাজারে গেলেন।

তিনি সেখানে গিয়ে বললেন, তোমরা বেচাকেনা কর তবে বেচাকেনা করতে গিয়ে বারবার কসম খেয়ো না। কেননা কসমের দ্বারা পণ্যকে শেষ করে দেয়, বরকত দূর করে দেয়। এরপর তিনি এক খেজুর বিক্রেতার কাছে এসে দেখলেন সেখানে একটি দাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল।

সে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমি এই লোক থেকে এক দিরহাম দিয়ে খেজুর ক্রয় করেছিলাম, কিন্তু আমার মালিক সে খেজুর নিতে অস্বীকৃতি জানাল, তিনি আমাকে দিরহাম ফিরিয়ে দিতে বললেন।

এ ঘটনা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিক্রেতাকে বললেন, তুমি খেজুর নিয়ে তাকে দিরহাম ফিরিয়ে দাও। কেননা দাসীটি তার কাজে বাধ্য, কিন্তু বিক্রেতা দিরহাম ফিরিয়ে দিতে চাইল না; বরং খুব অহংকার ও ঔদ্ধত্য পোষণ করল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে সে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে লাগল।

তখন আবু মাতার বিক্রেতাকে বলল, তুমি কী জান, যিনি তোমার সাথে কথা বলছেন তিনি কে? সে বলল, না,.....কে আর হবে?

আবু মাতার বলল, তিনি হচ্ছেন আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব।

এ কথা শুনে চোখের পলকের ভেতরে বিক্রেতার চেহারায় ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। সে সাথে সাথে দাসীটি থেকে খেজুর নিয়ে তার দিরহাম ফিরিয়ে দিল। এরপর সে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আমি চাই আপনি আমার ওপর সন্তুষ্ট থাকবেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমার ওপর ততক্ষণ সন্তুষ্ট হব না যতক্ষণ না তুমি ক্রেতাদের অধিকার ভালোভাবে আদায় করে না দাও।[৬৪]

---

[৬৪] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে

এক লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আনসার ও মুহাজিরদের কী হলো, তারা কেন আবু বকরকে অধিক মর্যাদা দিচ্ছে। অথচ আপনি মর্যাদার দিক দিয়ে তাঁর চেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী, তাঁর আগে ইসলাম গ্রহণকারী, সর্বদিক দিয়ে তাঁর থেকে অগ্রগামী।

লোকটির কথা দ্বারা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বুঝতে পারলেন সে খারাপ উদ্দেশ্যে এমন জঘন্য কথা বলেছে।

তখন তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি কোরাইশী হয়ে থাক, তবে আমি মনে করব, তুমি আশ্রয়প্রার্থী।

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, হ্যা।

তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হতো, যদি মুমিনরা আল্লাহর আশ্রয়ে না থাকত; তবে আমি তোমাকে হত্যা করতাম। আবু বকর চার কাজে আমার চেয়ে অগ্রগামী, নেতৃত্বে, হিজরতে, হেরা গুহায়, সালাম প্রদানে। তোমার ধ্বংস, আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে নিন্দা করেছেন অথচ শুধু তাঁর প্রশংসা করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا.

যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল, তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। (সূরা তাওবা : ৪০)।[৬৫]

---

[৬৫] মুনতাখাবুল কানয, ৪র্থ খণ্ড, ৩৫৫ ও ৪৪৭ পৃ.।

www.pathagar.com

আলীকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না

মসজিদে নববীতে এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পাশে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। কথা বলতে গিয়ে সে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বিরুদ্ধে কিছু কথা বলে ফেলল।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব রেগে গেলেন। তিনি লোকটিকে ধমক দিয়ে বললেন, তুমি কী এ কবরের অধিবাসীকে চিন?

লোকটি হেসে বলল, হ্যাঁ, তিনি তো নবী মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আর আলী, যাঁর ব্যাপারে তুমি কথা বলছিলে। সে হচ্ছে আলী বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব। যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চাচাতো ভাই। সুতরাং তুমি তাকে নিয়ে ভালো ব্যতীত কোনো কথা বলবে না। কেননা তা এ কবরের অধিবাসীকে কষ্ট দিবে (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে কষ্ট দিবে।)[৬৬]

আইন শুধু আল্লাহর

বিশিষ্ট আলেমদের মতো করে জা'দা বিন হুবাইরা আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে বসলেন।

তিনি তাঁকে বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে দুইজন লোক এসেছে। তাদের একজন আপনাকে তার জান, মাল ও পরিবার থেকেও বেশি ভালোবাসে। আর অপরজন, সে যদি পারত তবে আপনাকে জবাই করে দিত। অথচ আপনি ওই লোকের মধ্যে বিচার করতে গিয়ে তার পক্ষে রায় দিলেন, যে আপনাকে ঘৃণা করে। আর ওই ব্যক্তির বিপক্ষে রায় দিলেন, যে আপনাকে ভালোবাসে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বিচার যদি আমার মতে হতো তবে আমি আমার পছন্দমতো করতাম, কিন্তু বিচার তো শুধু আল্লাহ তা'আলার আইনে চলবে।[৬৭]

---

[৬৬] আল কান্‌য, ৫ম খণ্ড, ৪৬ পৃ.।

[৬৭] আল কানয, ৫ম খণ্ড, ৪৭৪ পৃ.।

www.pathagar.com

মাওয়ালী মহিলা ও আরবী মহিলা

এক মাওয়ালী মহিলা ও এক আরবী মহিলা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে আসল। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের উভয়কে এক মিকয়াল খাদ্য ও চল্লিশ দিরহাম করে দিলেন। মাওয়ালী মহিলা খুশি হয়ে তার অংশ নিয়ে চলে গেল, কিন্তু আরবী মহিলা তার অংশ গ্রহণ করল না।

সে তিরস্কার করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনি একে যা দিয়েছেন আমাকেও তা দিলেন! অথচ আমি আরবী মহিলা আর সে মাওয়ালী মহিলা। তার কথার জবাবে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি আল্লাহর কিতাব দেখে কোথাও ইসমাঈল (আ) ও ইসহাক (আ)-এর সন্তানদের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি।[৬৮]

প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট

মেয়াদ উত্তীর্ণ একটি দেয়ালের নিচে বসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুই লোকের মাঝে বিচার করছিলেন।

তখন এক লোক বলল, হে সর্দার, কিছুক্ষণের মধ্যে দেয়ালটি ভেঙে আপনার উপর পড়বে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পূর্ণ ঈমানের সাথে বললেন, প্রহরী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। এই বলে তিনি সেখানে ওই দুই লোকের বিচার করতে লাগলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদের মাঝে বিচার শেষ করে ওই স্থান থেকে উঠে রওনা দেওয়ার পর দেয়ালটি ভেঙে পড়ল।[৬৯]

---

[৬৮] বাইহাকী শরীফ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪৮, ৩৪৯ পৃ.।

[৬৯] তারিখুল খুলাফা, ২৮৪ পৃ.।

www.pathagar.com

চোর দাস

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে শিকলে বন্দি এক দাস। চুরি করার অপরাধে তাকে বন্দি করা হয়েছে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কি চুরি করেছ?

দাসটি দুঃখে ভরা অন্তরে বলল, হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন।

চুরির শাস্তিস্বরূপ আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর হাত কেটে দিলেন। হাত কাটার পর যখন গোলামটি ফিরে যেতে লাগল, পথে তার সাথে সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও ইবনে কুওয়ার সাথে দেখা হলো।

তখন ইবনে কুওয়া ঠাট্টা করে বলল, কে তোমার হাত কেটেছে?

দাসটি বলল, আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

তখন ইবনে কুওয়া দাঁত বের করে হেসে বলল, সে তোমার হাত কেটেছে আর তুমি তার প্রশংসা করছ! (অর্থাৎ তাঁকে আমীরুল মুমিনীন বলে সম্বোধন করছ!)

দাসটি দৃঢ়তার সাথে বলল, আমি কেন তাঁকে ভালোবাসব না আর তাঁর প্রশংসা করব না, তিনি তো ন্যায়বিচারে আমার হাত কেটেছেন এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।[৭০]

দৃষ্টিশক্তি হারানো লোক

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এক মজলিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস বর্ণনা করছিলেন। তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করার পর, এক লোক বলে উঠল, তুমি মিথ্যা বলছ, আমরা এমন কিছু শুনিনি।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী হও, তবে কী তোমার জন্য বদদোয়া করব?

সে অহংকারের সাথে বলল, কর।

তখন আলী বদদোয়া করলেন। লোকটি সে মজলিস থেকে উঠার আগেই তার দৃষ্টিশাক্তি হারিয়ে ফেলল। সে অন্ধ হয়ে গেল।[৭১]

---

[৭০] মু'জামু কিরামাতিস সাহাবা, ৯২ পৃ.।

[৭১] তারিখুল খুলাফা, ২৮৫ পৃ.।

www.pathagar.com

অমসৃণ কাপড়

দগ্ধকারী একদিনে.....সূর্য তার উষ্ণতা বালির উপরে ঢেলে দিল। ঠিক সে সময়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মোটা পুরু শক্ততালিযুক্ত একটি জামা গায়ে দিয়ে তাঁর সাথিদের কাছে বের হয়ে এলেন।

তখন তাঁর সাথিরা তাঁকে খুব সহানুভূতির সাথে বলল, আপনি কী নিজের জন্যে এর থেকে একটি মসৃণ জামা নিতে পারেননি?

তখন তিনি বললেন, এ কাপড়টি আমার থেকে অহংকার দূর করে। নামাযে আমাকে বিনয়ী হতে সাহায্য করে। এটি মানুষের জন্যে উত্তম আদর্শ, মানুষ যেন অপচয় না করে।

তারপর তিনি আল্লাহর বাণী তেলাওয়াত করে শুনালেন,

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ-

ওই পরকাল আমি তাদের জন্যে নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও বিশৃঙ্খলা করতে চায় না, খোদাভীরুদের জন্যে শুভ পরিণাম। (সূরা কাসাসা : ৮৩)[৭২]

খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন আপনি

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন কুফা নগরীতে প্রবেশ করলেন তখন আরবের এক বুদ্ধিমান লোক বললেন, আল্লাহর শপথ! আমীরুল মুমিনীন, আপনি খেলাফতকে সুসজ্জিত করেছেন। খিলাফত আপনাকে সুসজ্জিত করেনি। আপনি খেলাফতের মর্যাদা উপরে তুলেছেন, খেলাফত আপনার মর্যাদা উপরে তুলেনি। আপনি খেলাফতের প্রতি যতটুকু মুখাপেক্ষী তার থেকে বেশি খেলাফত আপনার প্রতি মুখাপেক্ষী।[৭৩]

---

[৭২] খুলাফাউর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৪৮২,৪৮৩ পৃ.।

[৭৩] তারিখুল খুলাফা, ২৮৭ পৃ.।

www.pathagar.com

শান্তি, যুদ্ধ নয়

মক্কা বিজয়ের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বিভিন্ন গোত্রের কাছে দ্বীনের পথে আহ্বানকারী হিসেবে প্রেরণ করলেন, যোদ্ধা হিসেবে নয়।

খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন বনূ খুজামার কাছে গেলেন তখন এক লোক মানুষকে যুদ্ধের দিকে আহ্বান করতে লাগল। খালিদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার দিকে দ্রুত ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

এ সংবাদটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কানে গেলে তিনি খুব রেগে গেলেন এবং খালিদ যা করেছে তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন। তারপর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে শান্তির দূত হিসেবে বিভিন্ন গোত্রে পাঠালেন।

তিনি তাকে বললেন, আলী, তুমি ওই গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের কর্ম দেখবে এবং তাদের জাহিলী (খারাপ) কাজগুলো তোমার পায়ের নিচে রাখবে।[৭৪]

মিথ্যার সাক্ষ্যদাতা

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সামনে দুই ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে এসেছে। তারা দুইজন তাঁর কাছে ওই ব্যক্তি চুরি করেছে বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে , কিন্তু লোক দাবি করছে সে চুরি করেনি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ভালোভাবে ওই দুই সাক্ষ্যদাতার দিকে তাকালেন। তার চোখে স্পষ্ট হয়ে গেল তারা দুইজন মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে।

তখন তিনি তাদেরকে মিথ্যা সাক্ষ্যের পরিণাম বর্ণনা করে শুনালেন এবং এর শাস্তি সম্পর্কে অবগত করলেন।

তারপর তিনি তাদেরকে ফিরে গিয়ে পরে আসতে বললেন, কিন্তু তিনি তাদেরকে পরে ডেকে আর পেলেন না। তখন তিনি ওই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন।[৭৫]

---

[৭৪] খুলাফাউর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৫১১,৫১২ পৃ.।

[৭৫] তারিখুল খুলাফা, ২৮৬ পৃ.।

www.pathagar.com

আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন

একদিন হীনকায় এক লোক মোটা কাপড় পরিহিত অবস্থায় আলী ﷺ-এর কাছে এসে তাঁর সামনে বসল।

তারপর সে ক্ষীণস্বরে বলল, হে সর্দার, আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, সেটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ, তুমি সেখানে হাঁটতে পারবে না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, বিশাল সাগর, তুমি তাতে সাঁতরাতে পারবে না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, আল্লাহর গোপন রাখা বিষয়, তুমি তা প্রকাশ করতে যেয়ো না।

লোকটি আবার বলল, আমাকে তাকদীর সম্পর্কে বলুন।

তিনি বললেন, হে প্রশ্নকারী, আল্লাহ কী তুমি যা চেয়েছ তা সৃষ্টি করেছেন না তিনি যা চেয়েছেন তা সৃষ্টি করেছেন?

লোকটি বলল; বরং তিনি যা চেয়েছেন তাই সৃষ্টি করেছেন।

তিনি বললেন, সুতরাং আল্লাহ যা চেয়েছেন তা তুমি করতে থাক।[৭৬]

---

[৭৬] তারিখুল খুলাফা, ২৮৯ পৃ.।

www.pathagar.com

আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন

হিংসা আর বিদ্বেষভরা মনে এক ইহুদি ঠাট্টা করে তার হাত নাচিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, তোমরা ঝগড়া করার পর তোমাদের নবীকে দাফন করেছ। সে কী বুঝাতে চেয়েছে তা বুঝতে পেরে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা আমাদের নবীকে অমান্য করে ঝগড়া করিনি; বরং তাঁকে মানার জন্যেই ঝগড়া করেছি।

আর তোমাদের পা সাগর থেকে কূলে না উঠতেই তোমরা তোমাদের নবীকে বলেছ, আমাদেরকে দেবতা বানিয়ে দিন।

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ইহুদি জাতিকে সাগর পাড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে ফেরাউন থেকে মুক্তি দিলেন, কিন্তু কূলে উঠার পর তারা মূসা (আ)-কে বলল, আমাদেরকে একজন দেবতা বানিয়ে দিন যাতেকরে আমরা তার ইবাদত করতে পারি।

তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, ...

اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ

তাদের যেমন দেবতা আছে, আমাদের জন্য তেমন একটি দেবতা বানিয়ে দিন। (সূরা আ'রাফ : ১৩৮)।[৭৭]

[৭৭] রবিউল আবরার, ১ম খণ্ড, ৩৭৫ পৃ.।

www.pathagar.com

আমার চারটি কথা স্মরণ করে রাখ

ইবনে মুলজিম আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আঘাত করার পর তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলে হাসান কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছে আসলেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে বললেন, হে আমার ছেলে, তুমি আমার চার, চারটি কথা স্মরণ করে রাখ।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, সে চার, চারটি কথা কী কী?

তিনি বললেন, সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে বিবেক, সবচেয়ে দারিদ্র্যতা হচ্ছে বিবেকহীন হওয়া, সবচেয়ে বর্বরতা হচ্ছে অহংকারিত্ব, সবচেয়ে সম্মান হচ্ছে উত্তম চরিত্র।

হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, বাকি চারটি কী কী?

তিনি বললেন, তুমি আহমক থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার উপকার করতে গিয়ে ক্ষতি করে ফেলবে। তুমি মিথ্যাবাদীর থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার কাছে রাখার জিনিস দূরে নিয়ে যাবে আর দূরে রাখার জিনিস কাছে নিয়ে আসবে। তুমি কৃপণ থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে তোমার প্রয়োজনীয় কাজে তোমার পাশে থাকবে না। তুমি পাপী থেকে দূরে থাকবে, কেননা সে নগণ্য জিনিসের জন্য তোমাকে বিক্রি করে দিবে।[৭৮]

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খেলাফত ফিরিয়ে দিলেন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করার পর তিনি তিনদিন ধরে ঘরে বসে রইলেন। প্রতিদিন তিনি ঘর থেকে বের হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মিম্বরে এসে বলতেন, হে মানুষ সকল, আমি আমার বাইয়াত থেকে তোমাদেরকে মুক্ত করে দিয়েছি, সুতরাং তোমরা তোমাদের পছন্দের কারো কাছে বাইয়াত গ্রহণ করতে পার।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! না....., আমরা আপনাকে পরিবর্তনও করব না আর আপনার পদত্যাগও চাই না। কে আপনাকে পেছনে রাখবে অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে সামনে রেখেছেন।[৭৯]

---

[৭৮] তারিখুল খুলাফা, ২৯২ পৃ.।

[৭৯] আল কানয, ৫ম খণ্ড, ৬৫৪,৬৫৬ পৃ.।

www.pathagar.com

খবীস ইহুদি

এক ইহুদি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে তাঁকে প্রশ্ন করল, আল্লাহ তা'আলা কখন হয়েছেন?

এ কথা শুনার সাথে সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেছে। তিনি তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, যেটা থাকে না, সেটা হয়, তিনি তো ছিলেন, তিনি হওয়ার নয়, কীভাবে হবেন; বরং তিনি ছিলেন, তার পূর্বে কোনো পূর্ব নেই, কোনো সীমানা নেই, তিনিই শেষ সীমানা, তিনি সবকিছুর সীমানার মূল।

তখন ইহুদি লোকটি থতমত খেয়ে বলল, হাসানের বাবা, তুমি ঠিক বলেছ, হাসানের বাবা, তুমি ঠিক বলেছ।

তারপর লোকটির চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল আর সে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ্ নেই, আর মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। এ কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে সে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছ থেকে ফিরে গেল।

প্রিয় পাঠক! বিষয়টি একটু জটিল। আল্লাহ তা'আলা হননি; বরং তিনি ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তার আগে কেউ নেই, কোনোকিছু নেই, তিনিই সব। এই বিশ্বাস হচ্ছে, তাওহীদ।[৮০]

পশমের চাদর

তীব্র শীতে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বসে কাঁপছিলেন। তাঁর গায়ে একটিমাত্র পুরাতন পশমের কাপড় ছিল।

এ অবস্থা দেখে এক ব্যক্তি বলল, আমীরুল মুমিনীন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এ সম্পদে আপনার ও আপনার পরিবারের জন্যে অংশ রেখেছেন। আপনি নিজের ব্যাপারে যা করার ইচ্ছা করেছেন, তা করছেন। আপনি কী লক্ষ করছেন না আপনার পার্শ্ব শীতে কাঁপছে?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের সম্পদ থেকে কোনোকিছুই গ্রহণ করব না। আর আমার গায়ের এ পশমের চাদরটি, এটি নিয়ে আমি মদিনা থেকে বের হয়েছি।[৮১]

---

[৮০] তারিখুল খুলাফা, ২৯২ পৃ.।

[৮১] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮২ পৃ.।

www.pathagar.com

আপনি সত্য বলেছেন আমীরুল মুমিনীন

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক মহিলা এসে অশ্রুসিক্ত নয়নে কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমার ভাই ছয়শত দিরহাম রেখে মারা গেছে, কিন্তু তার মিরাস বণ্টন করে আমাকে মাত্র এক দিরহাম দেওয়া হয়েছে। এটা জ্ঞানের কাজ?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হেসে দিয়ে বললেন, সম্ভবত তোমার ভাই মা, স্ত্রী, দুই মেয়ে ও এগারোজন ভাই আর তোমাকে রেখে মারা গেছে।

মহিলা আশ্চর্য হয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন, আপনার কথা তো ঠিক।

তাহলে মা ছয়ের এক পাবে, সে হিসেবে ১০০ দিরহাম পেল। স্ত্রী আটের এক পাবে, সে হিসেবে ৭৫ দিরহাম পেল। দুই কন্যা তিনের দুই পাবে, সে হিসেবে ৪০০ দিরহাম। আর বাকি থাকল ২৫ দিরহাম, তা বারো ভাই ও এক বোনের মাঝে ভাগ হবে। এক পুরুষ দুই মহিলার সমান হিসেবে। সুতরাং দুই অংশ বারো করে ভাইয়ের চব্বিশ অংশ আর এক বোনের এক অংশ। মোট পঁচিশ অংশ। প্রতি অংশে এক দিরহাম। সুতরাং সে মহিলাটি এক দিরহাম পেয়েছে।[৮২]

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর তরবারি বিক্রি করবেন

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাজারের দিকে রওনা দিলেন। উদ্দেশ্য তাঁর তরবারিটি বিক্রি করবেন।

তারপর তিনি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, কে আমার এ তরবারি ক্রয় করবে। যিনি বীজ থেকে গাছ সৃষ্টি করেন তাঁর শপথ করে বলছি, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর আঘাত আসছিল তখন এ তরবারি তা প্রতিরোধ করেছে, যদি আমার কাছে একটি লুঙ্গি ক্রয় করার অর্থ থাকত তবে আমি এ তরবারি বিক্রি করতাম না।[৮৩]

---

[৮২] আজীমাতুল ইমাম আলী ১১৫ পৃ.।

[৮৩] হুলিয়াতুল আওলিয়া, ১ম খণ্ড, ৮৩ পৃ.।

www.pathagar.com

ওয়ালীদকে হত্যা করেছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

বদরের যুদ্ধের দিন উত্বা বিন রবীআ খুব অহংকারের সাথে তার ভাই ও ছেলের সাথে মল্লযুদ্ধ করার জন্যে বের হলো। এরপর সে হিংস্র-মনোভাবে তার আওয়াজকে ষাঁড়ের মতো উঁচু করে বলতে লাগল, মল্লযুদ্ধ করার মতো কেউ আছ?

তখন মুসলমানদের দল থেকে তিনজন আনসারী যুবক মোকাবিলা করার জন্যে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

তারা বলল, তোমরা কে?

তাঁরা বললেন, আমরা আনসারদের একদল।

তারা বলল, তোমাদেরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই।

তারপর তারা ডেকে বলল, মুহাম্মদ, আমাদের জন্যে আমাদের গোত্র থেকে আমাদের সমপর্যায়ের লোকদেরকে পাঠাও।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, উবায়দা বিন হারিস দাঁড়াও, হামযা দাঁড়াও, আলী দাঁড়াও।

এরপর তাঁরা তিনজন আগুনের লেলিহান শিখার মতো ওদের দিকে ছুটে গেলেন।

তারা বলল, তোমরা কারা?

তখন মুসলমানদের এ তিনজন বীর নিজেদের পরিচয় দিলেন।

তখন তারা বলল, এবার ঠিক আছে, তোমরা আমাদের সমপর্যায়ের।

হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শায়বা বিন রবীআর সাথে লড়াই করলেন। হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন এক আঘাত করলেন, তাঁর আঘাতে রবীআ নিহত হলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওয়ালিদ বিন শায়বার সাথে লড়াই করলেন। তিনিও ওলীদকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

আর উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উতবা বিন রবীআর সাথে লড়াই করলেন। তারা উভয়ে একে অপরকে আঘাত করলেন। পরে হামযা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছুটে গিয়ে উতবাকে হত্যা করলেন। বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ থেকে আসা তিনজনই মুসলমানদের হাতে নিহত হলো।[৮৪]

---

[৮৪] সিরাতু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৭৭ পৃ.।

www.pathagar.com

সত্যকে অপছন্দকারী এক ব্যক্তি

চঞ্চল উপস্থাপনকারী, কোটরাগত চোখবিশিষ্ট চেহারায় অভিজ্ঞতার ছাপবিশিষ্ট এক লোক আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর পাশে বসল। তার জিহ্বা তাসবীহ জপছিল।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, কী অবস্থায় সকাল কাটালে?

লোকটি বিভ্রান্ত ও দিশেহারা অবস্থায় বলল, আমি সকাল কাটালাম ফিতনাকে পছন্দ করে, সত্যকে অপছন্দ করে, অযু ছাড়া সালাত পড়ে, আকাশে আল্লাহর কাছে যা নেই জমিনে আমার জন্যে তা আছে।

এমন কথা শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হলেন। তিনি লোকটির জামার কলার ধরে শাস্তি দিতে নিয়ে যেতে লাগলেন।

এ সবগুলো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখছিলেন, এমন দৃশ্য দেখে তিনি হেসে দিলেন। তিনি বললেন, আমীরুল মুমিনীন, সে ফেতনাকে পছন্দ করে, অর্থাৎ সে সম্পদ ও সন্তানকে পছন্দ করে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী,

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ -

আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি অকল্যাণের সম্মুখীনকারী। বস্তুত আল্লাহর কাছে রয়েছে মহা সওয়াব। (সূরা আনফাল : ২৮)

সে সত্যকে অপছন্দ করে, অর্থাৎ সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে। আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ "মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে, যা থেকে তুমি টালবাহানা করতে।" (সূরা ক্বাফ : ১৯)

সে অযু ছাড়া সালাত পড়েছে, অর্থাৎ অযু ছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরূদ পড়েছে। দরূদ পাঠ করতে তো অযু লাগে না। (সালাতের এক অর্থ নামায, অন্য অর্থ দরূদ।)

আকাশে আল্লাহর কাছে যা নেই জমিনে তার জন্যে তা আছে, অর্থাৎ তার স্ত্রী, সন্তান আছে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার স্ত্রী, সন্তান নেই। তিনি হচ্ছেন একক, স্ত্রী সন্তান তাঁর প্রয়োজন নেই, তিনি জন্মগ্রহণ করেননি, জন্ম দেনও না, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

www.pathagar.com

এমন সমাধান শুনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্মিত হয়ে হেসে দিলেন। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। এরপর বললেন, ওই জায়গা খুবই খারাপ যেখানে হাসানের বাবা নেই। অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নেই।[৮৫]

ক্ষমা প্রার্থনা করলেন আবু সুফিয়ান

কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কৃত চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে দিল। ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে অভিযান করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। খবরটি কোরাইশদের কানে বাতাসের বেগে পৌঁছে গেল। তখন তারা আবু সুফিয়ানকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে কৃতকর্মের জন্যে ক্ষমাপ্রার্থনা করার জন্যে ও নতুন চুক্তি সম্পাদন করার জন্যে পাঠাল।

আবু সুফিয়ান মদিনায় এসে মুসলমানদের কাছে গেল, তারা যাতে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করতে সাহায্য করে, কিন্তু কেউ তাকে পাত্তা দিল না।

অবশেষে আবু সুফিয়ান নিরাশ হয়ে খালি হাতে মক্কা ফিরে এল।

তখন সে বলল, আমি আবু বকরের কাছে গেলাম, কিন্তু তাঁর থেকে কোনো সহযোগিতা পাইনি।

তারপর ওমরের কাছে গেলাম, তাঁকে আরো বেশি ভয়ঙ্কর হিসেবে দেখতে পেলাম। ওমর বলল, আমি তোমাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সুপারিশ করব! আল্লাহর শপথ! আমি যদি একটি পিঁপড়াও পাই তবে তা দ্বারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।

এরপর আমি আলীর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে সবার চেয়ে কোমল হিসেবে পেলাম।[৮৬]

---

[৮৫] আজীমাতু আলী (রা), ১২৭,১২৮ পৃ.।

[৮৬] খুলাফাউর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৫১২,৫১৩ পৃ.।

www.pathagar.com

আবু বকর খেলাফতের অধিক যোগ্য

হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠে ওযর পেশ করে বললেন, আমি কোনো দিন বা কোনো রাত ক্ষমতার লোভ করিনি। আমি এর প্রতি আগ্রহীও না এবং কখনো আল্লাহর কাছে গোপনে বা প্রকাশ্যে তা চাইনি; বরং আমি ফেতনার ভয় করি। নেতৃত্বের মাঝে আমার প্রশান্তিও নেই; কিন্তু তবুও আমাকে এমন এক দায়িত্বের মালা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকওয়া ব্যতীত এর অন্য কোনো যোগ্যতা আমার নেই। আমি সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষকে আমার জায়গায় চাচ্ছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমরা অন্য কোনো কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতের ব্যাপারে রাগ করিনি। আমরা তো রাগ করেছি পরামর্শ করার সময় আমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়নি। আমরা তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে আবু বকরকেই এ কাজের সবচেয়ে যোগ্য হিসেবে দেখছি। তিনি হিজরতে গুহায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গী ছিলেন, তিনি কোরআনে বলা দুইজনের একজন ব্যক্তি ছিলেন, আমরা তাঁর মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে অবগত আছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁকে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৭]

[৮৭] আল হাকিম, ৩য় খণ্ড, ৬৬ পৃ, ও বাইহাকী, ৮ম খণ্ড, ১৫২ পৃ.।

www.pathagar.com

এমন একটি আমল যা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ব্যতীত কেউ করতে পারেননি

যখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

মুমিনগণ, তোমরা রাসূলের কাছে কানকথা বলতে চাইলে তৎপূর্বে সদকা প্রদান করবে, এটা তোমাদের জন্যে শ্রেয় ও পবিত্র হওয়ার ভালো উপায়। যদি তোমরা সক্ষম না হও তবে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (সূরা মুজাদালা : ১২)

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার আগে কেউ এ আমল করতে পারেনি, আমার পরেও কেউ করতে পারেনি। আমার কাছে এক দিনার ছিল। আমি তা দশ দিরহামে ভেঙে নিলাম। আমি যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে কথা বলতে চাইতাম তখনই এক দিরহাম সদকা করতাম।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ নির্দেশ পরিবর্তন করে অন্য নির্দেশ দিলেন। এ কারণে কেউ আমার আগে এ আমল করতে পারেনি, আমার পরেও পারেনি।[৮৮]

---

[৮৮] ইবনে কাছির, ৪র্থ খণ্ড, ৩২৬ পৃ.।

www.pathagar.com

ইহুদি ও বাগান

একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হলেন। শীতে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কাঁপছিল। তাঁর কাছে একটি চামড়া ছিল। তিনি সেই চামড়াটি নিয়ে তা কেটে একটি টুকরা নিয়ে তা চাদরের ভেতরে দিয়ে বুক বাঁধলেন। যাতেকরে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে পারেন।

তারপর তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার ঘরে কিছুই নেই, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ঘরে কিছু থাকত তবে অবশ্যই তিনি আমার জন্যে কিছু পাঠাতেন।

তারপর তিনি মদিনার শেষ সীমানার দিকে পা বাড়ালেন। তিনি শীতের কাঁপন ও ক্ষুধার যাতনা নিয়ে চলছিলেন। চলার সময় এক ইহুদি তাঁকে তার বাগানের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল।

সে বলল, এই বেদুঈন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার খুব শীত লাগছে ও খুব ক্ষুধা লেগেছে।

তখন ইহুদি বলল, তুমি কী আমাকে পানি এনে দিবে? প্রতি বালতি একটি খেজুরের বিনিময়ে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ।

তিনি রাজি হওয়ায় ইহুদি বাগানের দরজা খুলে দিল। তিনি বাগানে প্রবেশ করে বালতি ভরে পানি আনতে লাগলেন। প্রত্যেক বালতি পানি আনার পর ইহুদি তাঁকে একটি করে খেজুর দিত। এভাবে খেজুর নিতে নিতে তাঁর হাত ভরে গেল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, এখন আমার যথেষ্ট হয়েছে।

তিনি খেজুরগুলো খেয়ে সামান্য পানি পান করলেন। তারপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাঁর সাহাবীদেরকে নিয়ে মসজিদে বসে ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অন্যান্য সাহাবীদের সাথে বসে গেলেন। এমন সময় মুস'আব বিন উমাইর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছেঁড়া একটি কাপড় গায়ে দিয়ে আসলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখতে পেয়ে তাঁর পূর্ববর্তী অবস্থার কথা চিন্তা করলেন আর বর্তমানে এমন করুণ অবস্থার কথা ভেবে কেঁদে দিলেন। মুস'আব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে খুবই বিলাসিতা করে চলতেন।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা তখন কেমন থাকবে যখন দুপুরে একটি জামা গায়ে দিবে, আর সন্ধ্যায় আরেকটি গায়ে দিবে এবং কা'বা ঘর

www.pathagar.com

যেভাবে কাপড় দ্বারা ঢাকা হয়, তোমাদের ঘরও সেভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকবে।

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, সে সময় তো আমরা খুব ভালো থাকব, তখন আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেশি থাকবে এ কারণে আমরা ইবাদত করার বেশি সুযোগ পাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না.....বরং তোমরা সে সময় থেকে এখন ভালো আছ।[৮৯]

এক মহিলা তার স্বামীর ব্যাপারে অপবাদ দিল

এক মহিলা কাঁদতে কাঁদতে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বলল, আমার স্বামী আমার অনুমতি ছাড়া আমার দাসীর সাথে সহবাস করেছে, অর্থাৎ যিনা করেছে।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বল?

সে বলল, আমি তার অনুমতি নিয়েই দাসীর সাথে সহবাস করেছি।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে ভয় দেখিয়ে বললেন, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে আমি তোমার স্বামীকে রজম করব (পাথর মেরে হত্যা করব) আর যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক, তবে মিথ্যা অপবাদের শাস্তি হিসেবে তোমাকে আশিটি বেত্রাঘাত করব।

এমন সময় নামাযের সময় হলো, তখন তিনি মহিলাটিকে এ কথা বলে নামাযে চলে গেলেন। এদিকে মহিলাটি বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেল। দুই দিকেই বিপদ, যদি সে নিজেকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করে তবে তার স্বামী মারা যাবে, আর যদি সে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে তবে তাকে আশি বেত্রাঘাত খেতে হবে। মহিলাটি কোনো দিশা না পেয়ে পালিয়ে গেল। নামায শেষে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে পাননি, কিন্তু না পেয়ে তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেসও করেননি।

প্রিয় পাঠক! এখানে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলাটিকে মিথ্যা অপবাদ দিতে দেখে ভয় দেখিয়ে এ শাস্তির কথা বললেন। তবে বিচারটির রায় এর থেকে একটু ভিন্ন।[৯০]

---

[৮৯] মাজমা, ১০তম খণ্ড, ৩১৪ পৃ. ও আল কানয, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬১২ পৃ.।

[৯০] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৭৩ পৃ.।

www.pathagar.com

তোমার আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে পছন্দ করি

আকাশ ভরা দুঃখ নিয়ে মানুষেরা আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃতদেহ রাখল। মানুষেরা তাঁকে গোসল ও জানাযা দিয়ে তারপর চির বিদায় দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগল।

মানুষের এ কঠিন ভিড় ঠেলে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু আসলেন। তিনি তাঁর জন্যে আল্লাহর কাছে রহমতের দোয়া করলেন। তাঁর চোখে অশ্রু ঝরছিল। তারপর তিনি খাটের কিনারা ধরে বললেন, আপনার আমল ব্যতীত আর কারো আমল নিয়ে আমি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করা পছন্দ করি না। আমার ধারণা আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই আপনাকে আপনার দুই সাথির সাথে রাখবেন। এটা এ কারণে বলছি যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনতাম, তিনি বলতেন, "আমি, আবু বকর ও ওমর গিয়েছি" "আমি, আবু বকর ও ওমর এসেছি।"[৯১]

আখেরাতের সফর অনেক দীর্ঘ

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাতে নামায আদায় করছিলেন, ঠিক তখন আশতার আন নাখবী বললেন, ভোর রাতে সেহরী খেয়ে সারা দিন রোযা রাখা অনেক কষ্টকর। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামায শেষ করে বললেন, আশতার, আখিরাতের সফর তো অনেক দীর্ঘ। অর্থাৎ আখেরাতে শান্তি পেতে চাইলে তা আরো অধিক কষ্টকর।[৯২]

---

[৯১] উসদুল গবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ১৬৬ পৃ.।

[৯২] উসমান বিন আফ্‌ফান লিস সালাবী, ২২৭ পৃ.।

www.pathagar.com

সতর্ক অন্তর

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কুমাইল বিন জিয়াদকে নিয়ে কবরস্থানের উদ্দেশে বের হলেন। তারপর তিনি পরিপক্ব একটি গাছের নিচে বসলেন।

তিনি বললেন, কুমাইল, স্মরণীয় কথার মধ্যে স্মরণ রাখার মতো কথা, মানুষ তিন ধরনের, আল্লাহওয়ালা আলেম, নাজাতের পথের ছাত্র, বর্বর জনগোষ্ঠী। বর্বর জনগোষ্ঠীরা, তাদেরকে যেদিকে আহ্বান করা হয় সেদিকে ছুটে যায়, বাতাস যেদিকে যায় সেদিকেই তারা কাত হয়ে যায়, তারা ইলমের নূর দ্বারা আলোকিত হয় না এবং কোনো দৃঢ়তার পথ অবলম্বন করে না। ইলম সম্পদ থেকেও অধিক মূল্যবান, ইলম তোমাকে পাহারা দিবে, আর সম্পদকে তুমি পাহারা দিতে হবে, ইলম আমল ও ব্যয় করার দ্বারা বৃদ্ধি পায় (অর্থাৎ আমল করার দ্বারা ও পাঠ দান করার দ্বারা ইলম বৃদ্ধি পায়), আর সম্পদ কমে যায়, সম্পদের মালিক মরে যায়, ইলমের অধিকারী মরে না, তারা যুগ যুগ ধরে থাকে, চোখের দৃষ্টিতে তারা হারিয়ে গেলেও মনের ভেতরে থেকে যায়। (এখানে ইলম অর্থ ইসলামী জ্ঞান।)[৯৩]

আবু তুরাব উঠ

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছ থেকে রাগ হয়ে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে শুয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর নবী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে না পেয়ে তাঁকে বললেন, আমার চাচাতো ভাই কোথায়?

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এসে দেখলেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শরীর থেকে চাদর সরে গেছে, তাঁর পিঠে বালু লেগে গেছে। এ অবস্থা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র হাতে তাঁর পিঠ মুছে দিতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, আবু তুরাব (মাটির বাবা) উঠ।

তখন থেকে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে আবু তুরাব নামেও ডাকা হতো।[৯৪]

---

[৯৩] আল হুলিয়া, ৭৯, ৮০ পৃ.।

[৯৪] আত তিবরানী, ফিল কাবির, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২০৬ পৃ.।

www.pathagar.com

আমাকে শান্তির মাঝে আসতে দাও

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসার অনুমতি চাইলেন। তখন তিনি দেখতে পেলেন, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা উচ্চ আওয়াজে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে ছিলেন, আমি জানতে পেরেছি আপনি আলীকে আমার বাবার থেকেও বেশি মহব্বত করছেন!

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এমন উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার কারণে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে থাপ্পড় দেওয়ার জন্যে ছুটে গেলেন। তিনি তাঁকে বলতে লাগলেন, ওই অমুকের মেয়ে, তুমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলছ? কিন্তু তিনি থাপ্পড় দিতে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত ধরে ফেলেন। যাতেকরে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে মারতে না পারেন। এরপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাগ করে বের হয়ে গেলেন।

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আয়েশা, দেখছ আমি কীভাবে এ লোক থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। অর্থাৎ তাঁর বাবা আবু বকর থেকে।

এর কিছুক্ষণ পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর মাঝে বন্ধুত্বভাব বিরাজ করছিল।

এ দৃশ্য দেখে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে তোমাদের শান্তিতে আসতে দাও যেমনিভাবে তোমাদের যুদ্ধের সময় আসতে দিয়েছ। (অর্থাৎ কিছু আগে ঘটে যাওয়া পরস্পর হালকা তর্ক-বিতর্কে।)[৯৫]

---

[৯৫] মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, ২৭৫ পৃ.।

www.pathagar.com

রাসায়নিক পরীক্ষায় আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এক মহিলা আসল। যে মহিলা এক যুবকের সাথে অবৈধ মেলামেশা করতে চেয়েছিল, কিন্তু যুবক তাকে সুযোগ না দেওয়ায় সে যুবককে ফাঁসাতে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করল। সে একটি ডিম ভেঙে নিজের কাপড় ও দু'রানের মাঝে মেখে নিল। তারপর সে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে যুবকের নামে অভিযোগ করে চিৎকার দিয়ে বলতে লাগল, আমীরুল মুমিনীন, এ যুবক আমার সাথে অবৈধ কাজ করেছে, সে সমাজে আমার সম্মান নষ্ট করেছে।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার অভিযোগ শুনে মহিলাদেরকে বললেন, তোমরা দেখ তো তার গায়ে কিসের আলামত?

তারা দেখে বলল, এগুলো বীর্যের আলামত।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুবকটিকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যুবকটি তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমীরুল মুমিনীন, সে আমাকে খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করেছে, কিন্তু আমি নিজেকে সংবরণ করেছি।

তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি এদের ব্যাপারে কী মনে কর। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহিলার পরিহিত কাপড়টি ও গরম পানি নিয়ে আসতে বললেন। কাপড়টি নিয়ে আসলে তিনি তাতে পানি মারলেন। পানি মারার পর কাপড়ে মাখা ডিমের কুসুম জমে গিয়ে স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগল। তিনি আরো বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে তা জিহ্বায় নিয়ে স্বাদ দেখলেন। তিনি তাতে ডিমের স্বাদ পেলেন। তখন ওই মহিলাকে কঠোরভাবে ধমকানোর পর মহিলাটি সব স্বীকার করল।[৯৬]

---

[৯৬] আতু তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, ৪৯পৃ.।

www.pathagar.com

জুতা সেলাইকারী

কোরাইশদের কিছু সংখ্যক লোক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, মুহাম্মদ, আমরা আপনার প্রতিবেশী ও মিত্র, আমাদের কিছু দাস আপনার কাছে চলে এসেছেন, দ্বীন ও ইসলামী জ্ঞানের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, তুমি কী বল?

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারা সত্য বলেছে, তারা আপনার প্রতিবেশী।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী বল?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তারা সত্য বলেছে, তারা আপনার প্রতিবেশী।

তাঁর উত্তরেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেহারার রঙ পবিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে কোরাইশদের দল, আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক লোককে পাঠাবেন, যার অন্তরকে আল্লাহ তা'আলা ঈমানের মাধ্যমে পরীক্ষিত করেছেন, সে তোমাদের প্রত্যেককে বা কিছু লোককে দ্বীনের জন্যে প্রহার করবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না।

ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, ওই ব্যক্তি হচ্ছে যে জুতাই সেলাই করেছে।

এর আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে একটি জুতা দিয়েছিলেন সেলাই করার জন্যে।[৯৭]

---

[৯৭] আবু দাউদ শরীফ, ৩য় খণ্ড, ১৪৮ পৃ. ও বাইহাকী, ৯ম খণ্ড, ২২৯ পৃ.।

www.pathagar.com

খলিফার দৈনন্দিন খরচ

ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন খেলাফতের দায়িত্ব নিলেন তখন বাইতুল মাল থেকে কোনোকিছু নিতেনও না, খেতেনও না, কিন্তু প্রজাদের পেছনে অনেক সময় ব্যয় করার কারণে তিনি তাঁর ব্যবসায় সময় দিতে পারলেন না। তাই তিনি সাহাবীদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন উসমান বিন আফ্‌ফান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি বাইতুল মাল থেকে খান এবং আপনার পরিবারকেও খাওয়ান। সাঈদ বিন যায়েদ ও আমর বিন নুফাইল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও একই পরামর্শ দিলেন। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আলী, এ ব্যাপারে তুমি পরামর্শ দাও।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আপনি সকাল ও বিকালের খাবারের খরচ গ্রহণ করুন। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরামর্শ গ্রহণ করলেন।[৯৮]

গাভী ও গাধা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-সহ একদল সাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। এমন সময় দুইজন লোক বিচার নিয়ে আসল।

তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার একটি গাধা ছিল, এর একটি গাভী ছিল। তার গাভীটি আমার গাধাকে মেরে ফেলছে।

মজলিস থেকে এক লোক বলল, চতুষ্পদ জন্তুর ওপর কোনো জরিমানা নেই।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, আলী, তুমি এদের মাঝে বিচার কর।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাদেরকে বললেন, গাভী ও গাধা উভয়ে কী বাঁধা ছিল না কী ছাড়া ছিল।

তারা বলল, গাধাটি বাঁধা ছিল আর গাভীটি ছাড়া ছিল, সাথে তার মালিক ছিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, গাভীর মালিককে গাধার মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

তার এ বিচারের রায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব খুশি হলেন।[৯৯]

---

[৯৮] আল খিলাফাতুর রাশিদা, ২৭০ পৃ.।

[৯৯] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৬৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতিবাদ

সুয়াইদ বিন গাফলা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমি তাদের দেখতে পেলাম, তারা আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর ব্যাপারে এমন কিছু খারাপ কথা রটাবে যা তারা করেনি। তখন আমি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে ছুটে গিয়ে এ ব্যাপারে বলি। ওই মুহূর্তে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার হাত ধরে কেঁদে ফেললেন এবং সাথে সাথে মসজিদের মিম্বরে চড়ে বলতে লাগলেন, হে লোক সকল, তোমরা কী এমন দুই ব্যক্তির সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করতে চাও, যারা সত্যের পথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথি ছিলেন। যারা সৎ কাজের আদেশ দিতেন, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করতেন। যাদের মতো আর কাউকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভালোবাসতেন না। যাদেরকে পাপী, খারাপ মনের মানুষ ব্যতীত শুধু মুমিন, পরহেজগার ব্যক্তিরাই ভালোবাসত। যাদের প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট ছিলেন। যাদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের প্রতি মুমিনরা তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট আছেন। এভাবে তীব্র জ্বালাময়ী বক্তব্যের মাধ্যমে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবু বকর ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সম্মান রক্ষা করেছেন।[১০০]

আমার জন্যে যা হালাল তোমার জন্যেও তা হালাল

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু মানুষকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়ে বললেন, তোমরা আমার এ মসজিদে ঘুমাবে না।

তখন মানুষ সকলে বের হয়ে গেল, তাদের সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-ও বের হয়ে গেলেন।

তখন তিনি তাঁকে বললেন, তুমি মসজিদে ফিরে যাও, কেননা আমার জন্যে যা হালাল তা তোমার জন্যেও হালাল।[১০১]

---

[১০০] উসমান বিন আফ্‌ফান লিস সালাবী, ১৭৬ পৃ.।

[১০১] তারিখুল মদিনাতিল মুনাওয়ারাহ্, ১ম খণ্ড, ৩৮ পৃ.।

www.pathagar.com

খেজুর সংগ্রহ করছেন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে এসে বললেন, আমার দুই নাতি কোথায়? অর্থাৎ হাসান, হুসাইন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমরা সকালে উঠেছি, অথচ আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। তখন আলী বলল, আমি তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছি, কেননা আমার ভয় হচ্ছে তারা তোমার কাছে খাবারের জন্যে কান্না করবে, অথচ তোমার কাছে তো কিছুই নেই। এরপর সে তাদেরকে নিয়ে অমুক ইহুদির কাছে গিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে সে ইহুদির উদ্দেশে রওনা দিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা-কে একটি খেজুর গাছের নিচে খেলাধুলা করতে দেখলেন। তাঁদের হাতে খেজুর ছিল।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী, তীব্র গরম শুরু হওয়ার আগে আগে তুমি কী আমার এ দুই নাতিকে নিয়ে ফিরে যাবে না।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমরা সকাল কাটাচ্ছি, অথচ আমাদের ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই নেই। যদি আপনি একটু বসতেন তাহলে আমি ফাতেমার জন্য কিছু খেজুর সংগ্রহ করে নিতাম।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে বসে অপেক্ষা করলেন আর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খেজুর সংগ্রহ করতে লাগলেন। তারপর তিনি তা একটি ছোট ব্যাগে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলেন।

তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসানকে কোলে নিয়ে চলতে লাগলেন, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুসাইনকে কোলে নিয়ে চলতে লাগলেন।[১০২]

---

[১০২] আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ৪র্থ খণ্ড, ১১৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দান

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরের পাশে চাদর মুড়িয়ে বসলেন।

তখন তাঁর কাছে এক লোক এসে জিজ্ঞেস করল- ইবনে আব্বাস, কার সম্পর্কে আল্লাহর এ আয়াত নাযিল হয়েছে.....

الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে তাদের পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যে রয়েছে তাদের প্রতিদান। (সূরা বাকারা : ২৭৪)

তিনি বললেন, তা আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁর কাছে চার দিরহাম ছিল। তখন তিনি রাতে এক দিরহাম দান করলেন, দিনে এক দিরহাম দান করলেন, প্রকাশ্যে এক দিরহাম দান করলেন, গোপনে এক দিরহাম দান করলেন।[১০৩]

কে সবচেয়ে উত্তম

মুহাম্মদ বিন হানাফিয়্যাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরে মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে?

তিনি বললেন, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আমি বললাম, এরপর কে?

তিনি বললেন, ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু।

আমি মনে মনে ভাবছিলাম এরপর প্রশ্ন করলে হয়ত বা তিনি উসমান গণি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর নাম বললেন। তাই আমি প্রশ্ন না করে বললাম, এরপর কী আপনি?

তিনি উত্তরে বললেন, আমি তো সাধারণ মুসলমানদের একজন।[১০৪]

---

[১০৩] উসদুল গবাহ, ২৭৪ পৃ,।

[১০৪] বুখারী।

www.pathagar.com

আল্লাহ্ তোমাকে খুশি করুন

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রোমবাসীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতে লাগলেন। সাহাবীদের কেউ কেউ যুদ্ধের পক্ষে আবার কেউবা বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন। অনেকের পরামর্শ নেওয়ার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর পরামর্শ চাইলেন। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ করার জন্য পরামর্শ দিয়ে বললেন, আপনি যদি যুদ্ধ করেন, সফল হবেন। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি তো ভালো সংবাদ দিয়েছ। এরপর তিনি মানুষদের সম্মুখে খুতবা দিয়ে তাদেরকে রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন, আলী, তুমি কীভাবে, কোথা থেকে এ সংবাদ পেয়েছ যে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করলে বিজয়ী হবো?

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ সংবাদ শুনেছি। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে এ কথা বলার পর তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, হাসানের বাবা, তুমি আমাকে যে সংবাদ শুনালে তা আমাকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। আল্লাহ যেন তোমাকেও খুশি করেন।[১০৫]

---

[১০৫] তারিখুল ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৩৩ পৃ.।

www.pathagar.com

উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কন্যা

এক বাচাল লোক আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে এসে বলল, নিশ্চয়ই উসমান জাহান্নামী।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, তুমি কীভাবে জেনেছ?

সে বলল, কেননা তিনি অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন।

তিনি বললেন, তোমার অভিমত কী যদি তোমার মেয়ে থাকে, তুমি কী তাকে পরামর্শ করা ব্যতীত বিয়ে দিবে?

সে বলল, না।

তিনি বললেন, তুমি বল নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী কোনো কাজ করতে আল্লাহর সাথে পরামর্শ করতেন নাকি করতেন না?

সে বলল; বরং তিনি পরামর্শ করতেন।

তিনি বললেন, আর আল্লাহ কী তাঁকে ভালোটা পছন্দ করে দিতেন নাকি দিতেন না?

সে বলল; বরং আল্লাহ তাঁকে ভালোটাই পছন্দ করে দিতেন।

তিনি বললেন, তাহলে এবার বল উসমানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেয়ের বিয়ে কী আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন নাকি দেননি?

সে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করে দিয়েছেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি তোমাকে মারার জন্যে তরবারি উন্মুক্ত করেছি, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। যদি তুমি এটি ব্যতীত উল্টো কোনো কথা বলতে তবে অবশ্যই আমি তোমার ঘাড়ে আঘাত করতাম।[১০৬]

---

[১০৬] মুনতাখাবু কানযিল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, ১৭-১৮ পৃ.।

www.pathagar.com

আল্লাহ তোমার কথাকে দৃঢ় করুন

আল্লাহ তা'আলা সূরা বারার কিছু আয়াত নাযিল করার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে মক্কায় পাঠাতে চাইলেন।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো স্পষ্টভাষী নই, আর আমি বক্তাও নই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হয় আমি যাব, না হয় তুমি যাবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি না যেয়ে কোনো উপায় না থাকে তবে আমি যাব।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখে হাত রেখে বললেন, যাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমার ভাষাকে দৃঢ় করবেন এবং তোমার অন্তরকে হেদায়েত দিবেন।

এরপর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সফর শুরু করলেন। অবশেষে তিনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর কাছে পৌঁছলেন। তিনি সেই হজ্বের আমীর ছিলেন। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর থেকে নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুতবা দিয়ে নামাযের ইমামতি করার পর আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দাঁড়ালেন। তিনি মানুষদেরকে সূরা বারার সেই আয়াতগুলো শুনালেন।

যখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হজ্ব থেকে ফিরে এলেন তখন তিনি আফসোসের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললেন, আমার ব্যাপারে কী কিছু নাযিল হয়েছে?

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, ...আবু বকর তুমি কী এতে খুশি নও যে, তুমি গুহাতে আমার সাথি ছিলে এবং হাওযেও আমার সাথি থাকবে?

এ কথা শুনার পর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুশি হয়ে বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।[১০৭]

---

[১০৭] মুসনাদে আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৫০ পৃ. ও ফাযায়েলে সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৭০৬ পৃ.।

www.pathagar.com

আহলে বাইতের সন্তুষ্টি

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা অসুস্থ হলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে দেখতে আসেন। তিনি এসে ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, ফাতেমা, ইনি আবু বকর, তোমার কাছে আসার অনুমতি চাচ্ছেন।

ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আমি তাঁকে আসার অনুমতি দিব, তুমি কী তা পছন্দ করবে।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হ্যাঁ।

তখন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে ঘরে আসার অনুমতি দিলেন। তখন তিনি ঘরে প্রবেশ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ঘর, সম্পদ, পরিবার, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে শুধু আল্লাহ, রাসূল ও আহলে বাইতের সন্তুষ্টির জন্যে এসেছি। তারপর তিনি ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-কে সন্তুষ্ট করার জন্যে আরো আরো অনেক কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা খুশি হয়ে গেলেন।[১০৮]

মুনাফিকদের লক্ষণ

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মতে, মুনাফিকদের তিনটি আলামত।

-এরা যখন একা একা থাকে তখন খুব অলস হয়।

-যখন মানুষের কাছে আসে তখন খুব কর্মঠ বা পটু হয়।

-তাদের কাজের প্রশংসা করলে কাজ বেশি করে করতে থাকে, আর নিন্দা জানালে, কাজের গতি কমিয়ে দেয়।[১০৯]

---

[১০৮] আলী বিন আবু তালিব মিনাল ইলাল ইসতিসহাদ, ১৪৮ পৃ.।

[১০৯] আল কাবাইর লিয যাহাবী, ১৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদের গুণাগুণ

খুব আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার সাথে আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মিহরাবে দাঁড়ালেন। তিনি ফজরের নামায আদায় করলেন। তার ইমামতিতে কূফাবাসীরা নামায আদায় করেছে। নামায শেষ করার পর তিনি চিন্তিত মনে বসলেন, আর লোকজন তাঁর আশপাশে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর সূর্য উদিত হলো। সূর্যের আলোতে মসজিদও আলোকিত হয়ে গেল।

সূর্য উঠার পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উঠে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি হাত ও মাথা নাড়িয়ে আফসোসের সাথে বলতে লাগলেন, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীদেরকে দেখেছি, কিন্তু আমি আজ কোনো কিছুই দেখছি না, যা তাদের সাথে সাদৃশ্য রাখে।

তারা সকালে উঠত, তখন তাদের চোখে ও কপালে রাতে আল্লাহর সিজদায় কাটানোর চিহ্ন দেখা যেত। তারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করত, এমনকি দীর্ঘক্ষণ বসার কারণে এক থেকে অন্য পায়ে ওলটপালট করে বসত। তারা যখন আল্লাহকে স্মরণ করত তখন তারা নুয়ে পড়ত যেমন বাতাসে গাছ নুয়ে পড়ে। তাদের চোখে অশ্রু ঝরত এমনকি তাদের কাপড় ভিজে যেত।[১১০]

---

[১১০] খুলাফাউর রাশিদীন, ৪৭০ পৃ.।

www.pathagar.com

এটা সে কোথা থেকে পেল

আবু রাফে হতে বর্ণিত, তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর খেলাফতকালে বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের রক্ষী ছিলেন।

তিনি বলেন, একদিন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাড়িতে এসে তাঁর মেয়ের পরনে মণিমুক্তার অলংকার দেখলেন। তিনি তা দেখে বুঝতে পারলেন, সেটি বাইতুল মালের সম্পদ। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোথা থেকে এসেছে? আল্লাহর শপথ! আমি তার হাত কেটে দেব।

তখন আবু রাফে বলেন, যখন তাঁর প্রচণ্ড রাগ দেখলাম, তখন আমি বললাম, হে আমিরুল মুমিনীন, আমি এটা আমার ভাইয়ের মেয়ের জন্যে বাইতুল মাল থেকে এনেছি।

এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আমি যদি জন্ম না দিতাম কোথা থেকে তুমি ভাতিজি পেতে? এমন কথা শুনে আবু রাফে চুপ হয়ে গেলেন।

মূলত বাইতুল মাল থেকে এসব আনা আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মোটেও পছন্দ করেননি। তাই তিনি এত রেগে গেছেন।[১১১]

---

[১১১] তারীখে তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৭২ পৃ.।

www.pathagar.com

দুই হতভাগা লোক

উসাইরা যুদ্ধে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আম্মার বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উভয়ে বন্ধু ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করে সেখানে অবস্থান করলেন তখন বনূ মুদলাজ গোত্রের কিছু লোককে দেখতে পেলেন তারা তাদের পানির কূপ নির্মাণের কাজ করছিল।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে বললেন, ইকযানের বাবা, তুমি কী এদের কাছে যাবে? তাহলে আমরা দেখতে পারব কীভাবে তারা কাজ করে।

আম্মার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, যদি তুমি চাও।

তখন তারা উভয়ে সেখানে গেলেন, তারা গিয়ে কিছুক্ষণ ধরে ওই লোকদের কাজ দেখলেন। কিছুক্ষণ তাদের কাজ দেখার পর তাঁদের ঘুম পেল। তাঁরা পাশে কঙ্করবিহীন জায়গায় শুয়ে পড়লেন। তাদেরকে এ ঘুম থেকে আর কেউ জাগাতে আসেনি; বরং স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে জাগালেন। তিনি তাঁদের একজনের পর অন্যজনকে নিজ পবিত্র পা মোবারক দ্বারা নাড়া দিলেন।

তারপর তিনি বললেন, পূর্ববর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা লোক কে ছিল আমি কী তা তোমাদেরকে বলব না?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, ছামুদ গোত্রের যে ব্যক্তি সালেহের উটনীকে হত্যা করে রক্তে লাল করেছে।

এরপর তিনি বললেন, পরবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি কে হবে আমি কী তা তোমাদেরকে বলব না?

তাঁরা বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল।

তিনি বললেন, যে তোমার এ জায়গায় আঘাত করবে, তিনি তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর শরীরের সে অঙ্গ ধরে দেখালেন।[১১২]

---

[১১২] সিয়ারু ইবনি হিশাম, ২য় খণ্ড, ২৪৯ পৃ.।

www.pathagar.com

প্রজাদেরকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিতকরণ

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খেলাফতে আসীন হওয়ার পর প্রজাদেরকে বেশি বেশি সৎকাজের আদেশ দিতেন এবং অসৎকাজের নিষেধ করতেন। একদিন আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু খুতবা দিতে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংসের কারণ, তারা যখন পাপ কাজে জড়িয়ে পড়েছিল তখন তাদের ধর্মযাজকেরা তাদেরকে পাপ থেকে বিরত থাকতে বলত না। তাই আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করেছিল। অতএব তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মতো তোমাদের ওপর শাস্তি আসার পূর্বেই সৎকাজ কর এবং অসৎকাজ থেকে বিরত থাক। জেনে রাখ, নিশ্চয়ই সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ রিযিক কমায় না এবং বয়সও কমায় না।[১১৩]

মুসলমানদের বাজার

আসবাগ বিন নাবাতাহ্ বলেন, আমি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে বাইরে বের হলাম। তখন লোকেরা বলল, আমীরুল মুমিনীন, বাজারের ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকে জায়গা দখল করে নিয়েছে।

এ কথা শুনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের উদ্দেশ্যে বললেন, বাজার হচ্ছে মুসলমানদের নামাযের স্থানের মতো, যে আগে আসবে সে যে স্থান গ্রহণ করবে ওই দিন ওই জায়গা তার। পরবর্তী দিন আবার যে আগে আসবে সে জায়গা তার হবে। (এটা হচ্ছে বাজারে সকলের জন্য উন্মুক্ত জায়গার হুকুম।)[১১৪]

---

[১১৩] তাফসিরে ইবনে কাসির, ২য় খণ্ড, ৬০৪ পৃ.।

[১১৪] আল আমওয়াল লি আবি উবাইদাহ্, ১২৩ পৃ.।

www.pathagar.com

ধোঁকাপ্রাপ্ত কারীয বিন আস সাবাহ

বাতাসের গতিতে কারীয বিন আস্ সাবাহ আল হুমাইরী সে তার ঘোড়া নিয়ে ময়দানের মাঝখানে পৌঁছে গেল এবং চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর বাহিনী থেকে এক লোক তার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু সে কারীযের হাতে নিহত হলো।

এরপর কারীয আবার চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দল থেকে আরেকজন লোক তার দিকে এগিয়ে এল। সেও কারীযের হাতে নিহত হলো।

এরপর কারীয আবারো চিৎকার করে বলল, কোনো মল্লযোদ্ধা আছ কি?

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দল থেকে আরেকজন লোক তার দিকে এগিয়ে আসল। সেও কারীযের হাতে নিহত হলো। এভাবে তিনজন লোক এক ব্যক্তির হাতে নিহত হওয়ার কারণে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রথম কাতারের সৈন্যরা পিছনের দিকে যেতে লাগল। আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন দেখলেন তাদের মধ্যে ভয় কাজ করছে তখন তিনি নিজেই কারীযের মোকাবিলা করার জন্য ছুটে গেলেন। তিনি তাকে এক আঘাতে শেষ করে দিলেন। এরপর তিনি বারবার চিৎকার করে মল্লযুদ্ধ করার আহ্বান করলেন এবং তাদের একে একে তিনজনের সাথে লড়াই করে তাদেরকে হত্যা করলেন।

তারপর তিনি বললেন, হে লোক সকল, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ـ

"সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা, আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। সুতরাং যারা তোমাদের ওপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের ওপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা তোমাদের ওপর করেছে। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা বাকারা : ১৯৪)।

এরপর তিনি আগের জায়গায় ফিরে এলেন।[১১৫]

---

[১১৫] আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবু তালিব মিনাল মিলাদ ইলাল ইসতিসহাদ, ৪৪ পৃ.।

www.pathagar.com

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর আবু বকর, ওমর, উসমান, যুবাইর, আব্দুর রহমান বিন আউফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উপস্থিত হলেন। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর লাশ গোসল দিয়ে নিয়ে আসা হলে, আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আবু বকর! আপনি সামনে গিয়ে জানাযা পড়ান।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হাসানের বাবা, তুমি জানাযা পড়াও।

তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, আবু বকর! আল্লাহর কসম করে বলি, আপনি ছাড়া কেউ তার জানাযা পড়াবে না। অতঃপর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযা পড়ালেন।

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর জানাযার নামাযের ইমামতি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু করেছেন। আর এ মতটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।[১১৬]

শোক ও দুঃখ

আমীরুল মুমিনীন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর দেহ ঢেকে দেওয়ার একদিন পর তাঁর পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু- দুঃখের ছায়ায় ঢাকা চেহারা নিয়ে বের হয়ে টলমল করে চলতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি একদল যুবক ও বৃদ্ধদের সামনে এসে খুব দুঃখ ও শোকের সাথে বলতে লাগলেন, গতকাল তোমাদের থেকে এমন এক ব্যক্তি আলাদা হয়ে গেছেন যাকে পূর্ববর্তীরাও জ্ঞানের দিক থেকে অতিক্রম করতে পারেনি। আর পরবর্তীরাও পারবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে পতাকা দিয়েছিলেন। তিনি বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসেননি। তিনি কোনো স্বর্ণ বা রুপা রেখে যাননি। তবে সাতশত দিরহাম রেখেছিলেন তা দ্বারা তিনি একজন খাদেম কিনতে চেয়েছিলেন।[১১৭]

---

[১১৬] আলী বিন আবু তালিব লিস সালাবী, ১৪৩ পৃ.।

[১১৭] আল মুসনাদ লিল আহমদ, ১ম খণ্ড, ১৯৯ পৃ. ও আয্যুহদ, ১৩৩ পৃ.।

www.pathagar.com

এক লোক আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে

মদিনার নিকটে খায়বারে ইহুদিদের একটি শক্তিশালী দুর্গ ছিল। দুর্গের প্রাচীরের নিচে সৈন্য ও ঘোড়ার পদাঘাতে সর্বদা মুখর হয়ে থাকত। দুর্গের প্রাচীর ছিল অনেক উঁচু। নিচ থেকে সেখানে তীর নিক্ষেপ করে পৌঁছানো যেত না। এ দুর্গের পাশেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে অবস্থান করলেন।

প্রথম দিন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে তরবারি হাতে বীরের মতো বের হলেন। তাঁর পিছনে পিছনে মুসলমান সৈন্যদলেরা বের হলেন। তারা সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত কঠিনভাবে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু তবুও তাঁরা দুর্গের ভেতরে ঢুকতে পারেননি।

দ্বিতীয় দিন নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বের হলেন। তাঁর নেতৃত্বেও মুসলমানগণ কঠিন থেকে কঠিনভাবে যুদ্ধ করেন, কিন্তু সূর্য ডুবে গেল তবুও দুর্গ জয় হলো না।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামী কাল অবশ্যই আমি পতাকা এমন এক লোকের হাতে দিব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে আর তাকেও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসে। আল্লাহ তার হাতে বিজয় দান করবেন।

তখন সাহাবায়ে কেরাম প্রত্যেকে সেই রাত কাটাচ্ছিল আর এ বিষয় নিয়ে ভাবছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকে মনে মনে এ সম্মান পাওয়ার আশা করতে লাগলেন।

ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি কখনো নেতৃত্বের লোভ করেনি, তবে সেই দিন করেছিলাম শুধু এ কারণে যে, আমি ওই ব্যক্তি হবো যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।

সকাল বেলা সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে ভিড় জমাতে লাগলেন। তাঁরা প্রত্যেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে বারবার তাকাতে লাগলেন। প্রত্যেকে নিজেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে রাখতে চেষ্টা করলেন, এ আশায় যে, ওই ব্যক্তির মর্যাদা অর্জন করবেন যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন।

সবার মাঝে এক নীরবতা বিরাজ করছিল। অবশেষে নীরবতা ভেঙে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আলী বিন আবু তালিব কোথায়?

www.pathagar.com

তখন তাঁর কাছে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলেন। সে রাতে আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর চোখ উঠছিল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কী হয়েছে?

তিনি বললেন, আমার চোখ উঠেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমার কাছে আস।

তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আসলে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের লালা মোবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন, এতে তাঁর চোখ ভালো হয়ে গেল। এরপর তিনি তাঁকে বললেন, এ পতাকা ধর, এটি নিয়ে চলতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা বিজয় দান করেন।

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, হে আল্লাহর রাসূল,.....আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ করব যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ময়দানে নেমে আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা করবে, তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর কী আবশ্যক করেছে তা তাদেরকে অবগত করবে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা একজন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করা তোমার জন্যে হুমুরুন নিয়ামত থেকেও উত্তম। (আরবরা উত্তম কোনো কিছু বুঝাতে বলত "হুমুরুন নিয়ামত" অর্থ হচ্ছে লাল উট, যা আরবদের কাছে খুব প্রিয় ছিল।)

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন দুর্গের কাছে গেলেন তখন এক ইহুদি দুর্গের উপর থেকে বলল, তুমি কে?

তিনি বললেন, আলী বিন আবু তালিব।

ইহুদি বলল, তোমরা উচ্চ মর্যাদাবান হয়েছ, আর মূসা (আ)-এর ওপর যা নাযিল হয়েছে তাও মর্যাদাবান হয়েছে।[১১৮]

---

[১১৮] বুখারী শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ৭৩ ও মুসলিম শরীফ, ৪র্থ খণ্ড, ১৮৭।

www.pathagar.com

মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক

এক দুপুরে লোকদের কাঁধে আহরণ করে একটি জানাযা আসল। মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ানোর জন্য তার পরিবারের লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে লাগল।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের এ সাথির ওপর ঋণ আছে?

তারা বলল, দুই দিনার।

এ কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তির জানাযা পড়া থেকে বিরত থাকলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা তোমাদের সাথির জানাযা পড়। যার ওপর ঋণ থাকত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জানাযার নামায আদায় করতেন না। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খুব ভয় করলেন যে, মৃতব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়া পাওয়ার বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে কবরে যাবে, তাই তিনি দ্রুত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, দুই দিনারের দায়িত্ব আমার, মৃতব্যক্তি তা থেকে মুক্ত।

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃতব্যক্তির নামায আদায় করলেন। তারপর তিনি আলীকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন.....আল্লাহ তোমায় মুক্ত করুন, যেমনিভাবে তুমি তোমার ভাইয়ের ঋণের দায়িত্ব নিয়ে তাকে মুক্ত করেছ। প্রত্যেক মৃতব্যক্তি তার ঋণের কাছে বন্ধক। যে ব্যক্তি কোনো মৃতব্যক্তির ঋণের দায়িত্ব নিবে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার ঋণের দায়িত্ব নিবেন।[১১৯]

---

[১১৯] ইমাম আলী বিন আবু তালিব, লি মুহাম্মদ রশীদ রিজা ১৭ পৃ.।

www.pathagar.com

মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ

উহুদের যুদ্ধ চলছিল, হঠাৎ করে একটি মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়ল। সকলের কানে এসে পৌঁছল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। মুসলিম সৈন্যরা এ কথা শুনে ভেঙে পড়ল। অনেকের হাত থেকে তরবারি পড়ে যেতে লাগল। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু মৃতদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে পেলেন না। এরপর তিনি বললেন, মৃতদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নেই, আল্লাহর শপথ! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়ার মতো ব্যক্তি নন; বরং আমরা যা করেছি তাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর খাপ থেকে তরবারি বের করে খাপ ভেঙে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন, যদি আমি মরণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করি তবে আমার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

তারপর তিনি সিংহের মতো কাফেরদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি কঠিন থেকে কঠিনভাবে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তারা জানতে পারলেন তাদের মাঝে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিত আছেন। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে চুমু খেলেন এবং বিপদ দূর হওয়া পর্যন্ত তাঁর সাথে থাকলেন।[১২০]

---

[১২০] মাজামাউয যাওয়ায়েদ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১৫ পৃ.।

www.pathagar.com

হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর প্রতি আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর অসিয়ত

আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে তিনি তাঁর ছেলে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু-কে ডাকলেন। তিনি তাঁদেরকে লক্ষ করে বললেন,

-আল্লাহকে ভয় করবে।

-সত্য কথা বলবে।

-ইয়াতীমদের প্রতি রহম করবে।

-আখিরাতের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

-মাজলুমকে সহযোগিতা করবে।

-আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করবে।

-আল্লাহর হুকুম পালন করতে গিয়ে কোনো নিন্দাকারীর নিন্দা যেন তোমাকে দুর্বল করে না দেয়। এভাবে তিনি অনেকগুলো অসিয়ত করলেন।[১২১]

সমাপ্ত

[১২১] তারিখুত তাবারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৬৩ পৃ.।

www.pathagar.com

দারুস সালাম বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বইয়ের তালিকা

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
১.	কুরআনুল কারীম (সরল অনুবাদ, টীকা হাদীস)	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ	৯৫০ টাকা
২.	তরজমানুল কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	১২০০ টাকা
৩.	আল কুরআনের সারমর্ম	শাহ আলম খান ফারুকী ড. খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৬০০ টাকা
৪.	আর রাহীকুল মাখতুম	আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী	৭৫০ টাকা
৫.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-১	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৩৫০ টাকা
৬.	বিষয়ভিত্তিক কুরআন ও সহীহ হাদীস সংকলন-২	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ	৪০০ টাকা
৭.	দারুসুল কুরআন ও দারুসুল হাদীস-১	মুহাম্মদ ইসরাফিল	১৪০ টাকা
৮.	দারুসুল কুরআন (শেষ ১৪ সূরা)	মাওলানা শাহ আলম খান ফারুকী	১৬০ টাকা
৯.	Quranic Vocabulary তিন ভাষায় উচ্চারণসহ	আব্দুল করিম পারেখ	২৯৫ টাকা
১০.	আল কুরআনে নারী (নারীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ)	মুহাম্মদ ইউসুফ আলী শেখ মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
১১.	মহানবী (স)-এর গুণাবলী	হাফেয মাওলানা মোঃ ছালাহ্ উদ্দীন কাসেমী	২৫০ টাকা
১২.	কেমন ছিলেন রাসূল (স)	আল্লামা আবদুল মালেক আল কাসেম আল্লামা আদেল বিন আলী আশ শিদ্দী	২০০ টাকা
১৩.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর বিপ্লবী জীবন	আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই	১৬০ টাকা
১৪.	আরবী কবি, সাহিত্যিক ও সাহিত্য	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৯০ টাকা
১৬.	মহিলা সাহাবীদের জীবনচিত্র	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	১৩০ টাকা
১৭.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ১	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩৪০ টাকা
১৮.	সুয়ারুম মীন হায়াতুস সাহাবা (সাহাবীদের জীবন চিত্র) ২	ড. আব্দুর রহমান রাফাত পাশা	৩০০ টাকা
১৯.	মুক্তির একমাত্র পথ শিরকমুক্ত ইবাদাত	আহসান ফারূক	১৮০ টাকা
২০.	রাসূল সা.-এর পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় কাজ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	২৬০ টাকা
২১.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বারো চান্দের ফজিলত	তুর্কী উসমানী, আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
২২.	শব্দার্থে হিসনুল মুসলিম	সাঈয়েদ ইবনে আলী আল কাহ্তানী	২২৫ টাকা
২৩.	তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত	ডক্টর ফযলে এলাহী	১৩০ টকা
২৪.	রাহমাতুল্লিল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আলামা আবু আবদুর রাহমান	৩৬০ টাকা
২৫.	কিয়ামতের আলামত বিষয়ে রাসূলের ভবিষ্যত বাণী	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	১৮০ টাকা
২৬.	কিয়ামতের বর্ণনা রাসূল (স) দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	২৪০ টাকা
২৭.	রমজানের ৩০ শিক্ষা ৫০০ মাসআলা	আব্দুলাহ শহীদ আব্দুর রহমান	২১০ টাকা
২৮.	৩০ তারাবীতে ৩০ শিক্ষা	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	১৭০ টাকা
২৯.	রাসূলুল্লাহ (স)-এর নামায	ডক্টর খ ম আব্দুর রাজ্জাক	৩৬০ টাকা
৩০.	সোনামণিদের সুন্দর নাম	মো ঃ আব্দুল লতীফ	২২০ টাকা
৩১.	মৃত্যুর পরে অনন্ত জীবন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	৩৫০ টাকা
৩২.	কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে কবীরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী	২৬০ টাকা

www.pathagar.com

ক্রম.নং	বইয়ের নাম	লেখক	হাদিয়া
৩৩.	বাইবেল কুরআন বিজ্ঞান	ডা. মরিচ বুকাইলি	৩০০ টাকা
৩৪.	আসুন আলাহর সাথে কথা বলি	মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	৩০০ টাকা
৩৫.	ইসলামে নারী	আল বাহি আল খাওলী	৩৩০ টাকা
৩৬.	ইসলামের দৃষ্টিতে প্রেম-ভালবাসা	আলামা ইবনুল জাওযী	২৫০ টাকা
৩৭.	আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না	প্রফেসর ড. ফযলে এলাহী	২৬০ টাকা
৩৮.	৩৬৫ দিনের ডায়েরী (আল্লাহ ও রাসূল সা.-এর সাথে প্রতিদিন)	মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	৩৩০ টাকা
৩৯.	বিষয় ভিত্তিক কুরআন হাদীস পথ নির্দেশিকা	মুহাম্মদ আবদুল জাব্বার মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন	১১০ টাকা
৪০.	গল্পে গল্পে আবু বকর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪১.	গল্পে গল্পে ওমর রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪২.	গল্পে গল্পে ওসমান রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৩.	গল্পে গল্পে আলী রা.	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৪.	গল্পে গল্পে ওমর বিন আব্দুল আযীয	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী	১৩০ টাকা
৪৫.	প্রথম মুসলমান হযরত খাদিজা (রা.)	রাশীদা হাইলামাষ	১৫০ টাকা
৪৬.	আদাবে যিন্দেগী	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী	২৭০ টাকা
৪৭.	মহিলা সাহাবী	তালীবুল হাশেমী	৩৪০ টাকা
৪৮.	ইসলামী ব্যাংকিং ও বীমা	ডক্টর মুহাম্মদ নুরুল আমিন	৩৫০ টকা
৪৯.	বিষয়ভিত্তিক হাদীসে কুদসী	তাহকীক : নাসিরুদ্দিন আলবানী	২০০ টকা
৫০.	কিভাবে সফল হবেন	জি এম মেহেরুল্লাহ	১৫০ টাকা
৫১.	রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত সালাত ও যিক্র	আহসান ফারূক	১৮০ টাকা
৫২.	সৃজনশীল পদ্ধতিতে ভালো ছাত্র হওয়ার উপায়	মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৩.	সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ কে?	মুহাম্মদ হারেছ উদ্দিন	২২৫ টাকা
৫৪.	খোলাফায়ে রাশেদার ৬০০ শিক্ষণীয় ঘটনা	মুহাম্মাদ সিদ্দিক আল মানশাভী (মিশর)	৩৫০ টাকা
৫৫.	খোলাফায়ে রাশেদা (রা)	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৬.	আল কুরআনে ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ	মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন	প্রকাশিতব্য
৫৭.	খাতামুন নাবীঈন (সা)	ডক্টর মাজেদ আলী খান	প্রকাশিতব্য
৫৮.	সহীহ নি'য়ামুল কুরআন	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
৫৫.	শব্দার্থে তাফসীরু কুরআন	শাহ আলম খান ফারুকী	প্রকাশিতব্য
৫৬.	বুখারী শরীফ (ব্যাখ্যাসহ)	ইসমাইল বুখরী (রহ)	প্রকাশিতব্য
৫৭.	কুরআন ও সহীস হাদীসের আলোকে মোকসেদুল মু'মিনীন	আহসান ফারূক	প্রকাশিতব্য
৫৮.	ইসলামে মাতা-পিতা ও সন্তানের অধিকার	আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী মুহাম্মদ মিজানুর রহমান	১৫০ টাকা
৫৯.	সোনালী ফায়সালা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬০.	সোনালী পাতা	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬১.	সোনালি কিরণ	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬২.	আবু বকর (রা)	আব্দুল মালিক মুজাহিদ	প্রকাশিতব্য
৬৩.	রাসূল (স) কবরের আযাবের বর্ণনা দিলেন যেভাবে	মুহাম্মদ ইকবাল কিলানী	প্রকাশিতব্য
৬৪.	কুরআন ও সহীস হাদীসের আলোকে হালাল ও হারাম	আল্লামা ইউসুল আল-কারজাভী	প্রকাশিতব্য
৬৫.	ছোটদের বিশ্বনবী (স)	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৬.	ছোটদের মূসা নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৭.	ছোটদের ইউসুফ নবী আ.	সানিয়াসনাইন খান	প্রকাশিতব্য
৬৮.	ছোটদের হযরত আয়েশা (রা.)	স্যার নাফিস খান, টরেন্টো, কানাডা	প্রকাশিতব্য

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

গল্পে গল্পে

হযরত আলী

রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু

মুহাম্মদ সিদ্দিক আল মান্‌শাবী

দারুস সালাম বাংলাদেশ

ISBN 978-984-91094-2-6

9 519245 281742

দারুস সালাম বাংলাদেশ

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবা : ০১৭১৫৮১৯৮৬৯, ০১৯৭৫৮১৯৮৬৯